প্রথম প্রকাশ— ১৯৬০

প্রকাশক

দিলীপন ভট্টাচার্য

অলার্ক প্রকাশন

৩২ই/১ বাবুরাম ঘোষ রোড

কলকাতা ৭০০ ০৪০

মুদ্রাকর

শান্তিময় ব্যানার্জী

প্রিন্টার্স কর্নার প্রাইভেট লিমিটেড

১ গঙ্গাধরবাবু লেন

কলকাতা ৭০০ ০১২

প্রচ্ছদমুদ্রণ

স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড

৫২ রাজা রামমোহন রায় সরণি

কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রাপ্তিস্থান

শৈব্যা পুস্তকালয়

৮/১-বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মা ও বাবাকে

আমার দুই বন্ধু শ্রীস্বপন দাসাধিকারী এবং শ্রীমানব চক্রবর্তীর উৎসাহে এই বইটির প্রকাশ সম্ভব হলো। দীর্ঘ আঠারো-উনিশ বছরের লেখালেখি থেকে বাছাই করার ব্যাপারটা বেশ কঠিন। ব্যক্তিগত দুর্বলতাই অনেক ক্ষেত্রে নির্বাচনের মাপকাঠি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

এই বইয়ের অধিকাংশ কবিতা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো। পরবর্তীকালে কিছু-কিছু কবিতার ক্ষেত্রে ঈষৎ পরিমার্জনা করেছি। প্রুফ দেখতে-দেখতেও বদলে দিয়েছি দু-চারটে শব্দ বা দু-একটি লাইন। তবে এ-সব নিতান্তই বহিরঙ্গের প্রসাধন। রচনার অন্তর্বস্তু বা সমসাময়িকতা তাতে ব্যাহত হয় নি।

বাণিজ্যিক সম্ভাবনা শূন্য জেনেও অর্কার্ক প্রকাশন বইটি ছাপার ব্যাপারে একটি সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন শ্রীঅনুপম সেন। প্রিন্টার্স কর্নার প্রাইভেট লিমিটেডের শান্তিবাবু ও গৌরাঙ্গবাবু অত্যন্ত যত্নে ও মমতায় বইটি ছেপেছেন। এঁদের সবাইকে আমি অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাই।

সূচিপত্র

শীতকাল

শীতের আসন্নতা ভয় আনে, উষ্ণ এক অন্ধকার ঘর
কোথায় যে পাবো আমি বিষণ্ণ প্রবাসী যুবা
এই অনাত্মীয় নগরীতে !
তিমিরের সম্মোহনে প্রেম তাই শীতে প্রতারক।

শীতের নিজস্ব কিছু রঙ আছে ?
—কোনোদিন আমি তা দেখি নি :
আমিষসদৃশ শাদা, বিষে নীল, কিংবা রূঢ় রুক্ষতায় ঈষৎ বাদামি ?
বাস্তবভাবে আমি চোখ মেলে দেখে গেছি কুয়াশার শ্বেত
ছিঁড়ে নীল জীপ ছোটে, ধূসর উলের কোটে শিশুর সন্তোষ,
চুম্বনবর্জিত ঠোঁট ফেটে যায় মানুষের বাদামের মতো।

গির্জার ঘড়ির শব্দে মধ্যরাতে প্রদীপের বুক জ্ব'লে ওঠে :
আ৷ '' নিভে যায় ঘরে, অন্ধ পায়রার পিঠে
জ্যোৎস্নার দীর্ঘতর হাত
দীপাধা র পূর্ণ করে, এখন মাঘের ঘুম, এমন সহজে
পুরুষের জন্য তুমি দুই হাতে মৃত্যু আনো— তুমি কি উলূপী,
শবের বুকের কাছে রাখো হাত ? শুচিস্মিতা, তুমি সব জানো,
অনিশ্চিত ভবিষ্যতে আমিও কি হ'য়ে যাবো দারুণ দেবতা ?

অকল্যাণ

মাটিতে এসেছি পুঁতে তাকে আমি, তার আগে
অনুতাপে কেঁদেছিলো নারী।
নিষ্পাপ, প্রার্থনারত, শঙ্কময় মুদ্রা তার, সীতার মতন সরলতা
অথবা ঘৃণিত কত মাছির আহার হবে এত পাপ তার।
চরিত্রের অভিমান সন্দেহের রিক্ত হাতে
ভেঙে দিলো সাজানো সংসার।

এই আত্মনির্যাতন পরাভবে মেনে নেবো
আমার ঔদার্য তত নেই ;
তাই দূরে রাখি বিষলতা।
আবার আমার ঘরে উৎসব, কলধ্বনি,
আমন্ত্রণ, অভ্যর্থনা, আলো।
এবার মাঘের শেষে বৃষ্টি হবে ? পুণ্য হোক,
শস্যক্ষেতে ভ'রে যাক দিগন্তরাঙিমা।

শস্য ? তা-ও এই পৃথিবীর—
মাংসময় প্রক্রিয়ায় শূন্য গর্ভ ভরেছে শরীর ;
সীমিত বাসনা তার কতটুকু জানে ?
বাড়িতে উজ্জ্বল আলো, সন্তোষের ফুল তারে তবু অসময়ে
ভেঙে যায় অসতর্ক চরণে কলস।

কুমির

সামাজিক সম্মেলনে সুভদ্র পোশাক প'রে আমরা ক্ষুধার্ত ব'সে থাকি ;
মার্জিত গল্পের মধ্যে আদিমতা ডুবে যায়, ভোজটেবিলেতে
জলের আশ্রয় ছেড়ে তখন কুমির ওঠে রসনার নিবিড় লবণে ;
কোথায় গিয়েছে ছুরি, হাতের সীমানা থেকে দূরে গেছে কাঁটাচামচেরা,
আমাদের নখও নেই। এইভাবে পরাবৃত্তি উল্টো মনোরথে
দক্ষিণ সুন্দরবনে নিয়ে যায় আমাদের— গাছ জ্যোৎস্না নদী জেলেবউ—
আদিম জীবনছবি সহসা আঘাত করে আমাদের রূপচেতনায়
—এ নিয়ে তো শিল্প হবে, কবিতাও লেখা যাবে, কিন্তু এই অবস্থায় নয়,
তেমন প্রতিভা নেই আমাদের। আমরা শুধু ঔপনিবেশিক
শিকারের চর্চা দিয়ে ঐতিহ্য ভরিয়ে রাখি। সূক্ষ্ম অপরাধ
মাংসের স্রোতের মতো নদীতে মিশেছে যেই, ওই ঘ্রাণে জেগেছে কুমির,
আয়ত্তে মানুষ পেয়ে ছুটে আসে দ্রুত খুব, আমাদের অপমৃত্যু হয়।

এমন উদার হ'তে আমাকে বলে নি দেশ

অনভিজ্ঞতার কালে একাকী আঙুর কিনে প্রভূত মাতাল
রাত আমি কাটিয়েছি ; অপরাধবোধে শেষে ম্লান হ'য়ে গিয়ে
ভাবি কী পাথেয় আছে, এমন বিহ্বল রাত্রি পার হ'তে হবে,
এইসব উন্মাদনা তোমাদের চক্রান্তের। বন্ধুদের লেলিহান ডাক
প্রতিধ্বনি হ'য়ে ফেরে রক্তলাল বনাঞ্চলে, অজ্ঞাতবাসের
দিনগুলি আজকাল জনাকীর্ণ রাজপথে পদব্রজে যায় ;
অঙ্গারের পরিবর্তে চোখের কোটরে শুধু ক্ষমাবাষ্প ফোটে।
এমন উদার হ'তে আমাকে বলে নি দেশ। নিয়ে যাও তবে
কপট কপোত আর যত কিছু তোমাদের, শরীরাংশ কেটে
রৌরবে চাপিয়ে আর কেন এই অভিনয়, হৃত এই মানুষ-নামের
গৌরব ? ঘুম আসে মদির ক্লান্তির মতো, স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে যায়,
মুখের ভিতরে ঠোঁট প'চে প'চে হ'য়ে ওঠে মদ।

পাখিরা

তা হ'লে পাখিই দেখি, মানবসংসারে এসে উড়ে পড়ে রঙিন পালক
পাখিদের। ওরা শুধু রমণের ঋতু জানে ; নীড় বাঁধে, সে-ও ঋতুর
ভালোবাসা পাখিদের, অন্যথা যথেচ্ছ যায়। আমি যাই নির্জন বিহারে ;
আদিবাসী মেয়ে তার চুলে গোঁজে বন্য ফুল, লবঙ্গের স্ফুটতর লাল
নাকছাবি পরেছে সে—কার জন্য প্রসাধন, আহ্বান উদগ্র নীরব ?
সৌন্দর্যে প্রশংসা দিলে কেমন স্খলিত মুখ গণ্য হয় মনুষ্যসমাজে :
অসংযমের মতো কেন তোর ভাবভঙ্গি ? স্ত্রীরোগে কি ভোগে নারী তোর ?
আমার কুটৈষা নিয়ে এমন জিজ্ঞাসা ছিলো প্রথাসিদ্ধতার।
প্রদীপ প্রতিষ্ঠা করি প্রদোষের প্রয়োজনে, না কি শুধু অক্ষরবৃত্তের
কৃত্রিম অনুপ্রাসে জীবনের থেকে দূর চ'লে যায় আমার কবিতা ?
প্রেমহীনতার মধ্যে তাই প্রেম কবিতায় ? আত্মগ্লানি নিস্পৃহ শান্তির ?
এভাবে মেটে না তৃষ্ণা, নদী কেন জলহীন, স্মৃতি কেন ক্রোধে ভ'রে যায় !
পাখিরা কি জল খায় ? তৃষ্ণা নিয়ে খেলা করে প্রচ্ছন্ন মরুতে।

আমার অসুখ, তাই

এখন দু-হাতে আমি আহরণ করি গুল্ম, সবুজ শৈবাল ;
প্রচ্ছন্নশ্যামলতাটুকু গায়ে মেখে পথ থেকে স'রে যাওয়া যায়
সঙ্গোপনে বহুদূর। কিন্তু এই প্রবণতা স্পৃহাময় বিকারে এসেছে,
নতুবা অরণ্যে যেতে এখনো কি নিতে হয় মৃগয়ার সরঞ্জাম ? দেহ
দেহকে লালন করে, মাছের উদরে মাছ— এরকম গূঢ় দৃষ্টাবলী
তোমরাও ভালোবাসো। তবে যে সভ্যতা নিয়ে অহংকার করে মানুষেরা,
হরপ্পার মৃৎপাত্রে কারুকার্য দেখে নিয়ে মগ্ন হ'য়ে রয়
লৌহের ব্যবহারে ? অথচ দুঃখের কোনো স্থায়ী উপশম
জানা নেই আমাদের, মদ দিয়ে ক্ষত ধুই, মাছি উড়ে এলে
দোষারোপ করি ফের। ততক্ষণে আয়ুষ্কাল ঝ'রে যেতে থাকে,
যায় মেধা, অন্ধকারে আকার হয়েছে লুপ্ত, প'ড়ে থাকে মেধ
তোমাদের করতলে, তোমরাও জীবনের প্রলোভন দাও ::
আমার অসুখ, তাই গুল্ম খুঁজে ফিরি আমি অরণ্যে ও হ্রদে।

মাঝরাতে নিদ্রাহীন

আমার ভিতরে আমি অন্ধকারে শুয়ে থাকি, বেদনার গভীর আঘাতে
যেন পুনর্জাগরণ হবে, জেগে উঠে আমি পেয়ে যাবো ছিন্ন করপুটে
আমার যা কিছু শ্রেষ্ঠ, তা-ই নিয়ে ক'রে যাবো জীবনের বাহুল্য আমার।

অথচ কী কৃপণতা তোমার আবহ থেকে ভেসে আসে মুগ্ধ রাজহাঁস ;
নিখিল ভুবনে যেন তামাশার মতো গ'ড়ে ওঠে খেলাঘর, শাদা রাজকন্যা এসে
পুকুরে স্নানের ছলে মাছের শরীরে রাখে কোমল মসৃণ দু-টি হাত ;
গাঢ়স্বরে বলে কিছু আকাঙ্ক্ষার আরক্তিম কথা :
তার পরে ফিরে যায়, জলদাগ নিয়ে যায় ভেজা-পায়ে হর্মের নিভৃতে।

সব কৃত্রিমতা শিল্প, শিল্প মানে কৃত্রিমতা : মানুষের ভালোবাসাকেও
সামগ্রীর মতো ক'রে রেখে দেওয়া হলো কোনো বিলাসবহুল
আলমারির হিম কক্ষে— সুন্দর শিল্পিত কোনো নারীর হৃদয়ে
যেন কোনোদিন কোনো মৃদুতম উষ্ণতা ছিলো না।

এভাবে মানুষ ঘোরে আজন্ম-বিহ্বল, একা, অরণ্যে আদিম ;
বেদনায় পাকে ফল, আচ্ছন্ন অনেক স্বপ্নে তারপরে ভেঙে যায়, ঝ'রে প'ড়ে যায়
ফলের নিবিড় রস— তুমি তাকে রক্ত ভাবো, না কি ভাবো ব্যবহারে মদ ?
মাঝরাতে নিদ্রাহীন অভিযোগে লম্বা হাত উঠে যায় আকাশের দিকে।

অ্যাব্রাক্যাডাব্রা

আরণ্য জগতের প্রস্তাব দিতেই তুমি হেসে বললে
—অ্যাব্রাক্যাডাব্রা

এবড়োখেবড়ো বনভূমে সহসা কয়েক শত ক্ষিপ্র ক্ষুর নেচে গেলো
চোখের উপরে
জেব্রার জেব্রার
ওরা যে বাঘের ভ্রম, তবু ঘোড়া, এই জ্যোৎস্নার
উজ্জ্বল আদিম নেমে আসে
আমাদেরও কাছে আসে— আফ্রিকায়— মধ্যরাতে কেমন নিথর
আমার এ পরিক্রমা, ধীরে ধীরে অন্ধকারে ছেয়ে যায় সব তটরেখা
আফ্রিকার
কখনো কি হিংস্রভাবে সংস্কারে আমূল
বন্য উপজাতি হ'তে পারি !
জার্মান যুবকটিকে কি জানি কী বলেছে ফ্রয়েড !
মধ্য ইওরোপ থেকে কী ক'রে সে স্বপ্নময় রাত্রে যায় আফ্রিকার বনে !

এবড়োখেবড়ো বনভূমে আবার কয়েক শত ক্ষিপ্র ক্ষুর নেচে গেলো
চোখের উপরে
জেব্রার জেব্রার
অথবা ক্ষুরের শব্দ মাসাই-এর মাদলের মতো
ডিব্রা ডিম ডিব্রা ডিম ডিব্রা ডিম ডিব্রা ডিম খুব তীব্রভাবে বেজে যায়
কানের ভিতরে যায়, যায় আরো দূর এক চেতনার নিভৃত ভিতরে
আচ্ছন্ন ঘোরের মতো, সাঁওতালি মদ খেয়ে মহুয়াতলায়
যেমন কুয়াশা দেখি খ'সে পড়ে ঘাসবাসে, কাকজ্যোৎস্নায়
অনুভূতিহীন— ঠিক এরকম অসাড়, বিবশ—

প্রবল জ্বরের মতো কীরকম আচ্ছন্নতা মিশে যায় রক্তের ভিতরে
—অ্যাব্রাক্যাডাব্রা— যেন ভীষণ দুর্বোধ্য রেখা তোমার হাসির,

অতলের নীল ভঙ্গি, সম্মোহন অলস চোখের :
অ্যাব্রাক্যাডাব্রা ব'লে তুমি তাই খিলখিল ঝর্ণা হ'য়ে গেলে
কেমন আদিমভাবে চকিতেই কয়েকশত জেব্রা যেন ছুটে চ'লে যায়।

মৃত্যুভাবনা কবিতাগুচ্ছ

১ : ভয়

আমার এ জানালার নিচ দিয়ে প্রতিদিন শবদেহ ভেসে চ'লে যায়
উড্ডীন ফুলের খাটে। অনুভূতিহীন মুখে অনাসক্ত অভ্যস্ত বাহক
হরিধ্বনি দিয়ে যায়, ধূপের সুরভি ওঠে, কিন্তু কোনো খই-ও থাকে না :
আমাদের এ অঞ্চলে কাকের দৌরাত্ম্য যেন বিশেষ বেড়েছে— মৃত্যুবোধ
লেখার টেবিল থেকে আমাকেও তুলে ধরে প্রথাগত মুকুরের দিকে
সন্ত্রস্ত, স্মৃতির মধ্যে দগ্ধ দুধ— হায়, আমি মানুষের কত অবহেলা
সানন্দে নিয়েছি তুলে, তোমাদেরও অত্যাচার। অথচ গরমে
কীরূপ অস্বস্তি হয়, পাতার সবুজ শীত ইঙ্গিতে বিছানার মতো
তৈরি করে আস্তরণ। এ সময়ে নিজেকেও শবদেহ মনে হ'তে পারে :
মৃত্যুভয়ে বাথরুমে ছুটে এসে নগ্ন হই, সাপের ধরনে ধারাজল
শরীর লেহন করে, এরূপ যান্ত্রিক স্নেহে খুলে পড়ে সতর্কতা, আর
অজাত বাথরুম-শিশু মৃত্যুর ভিতরে নেমে নৃত্য করে পরম কৌতুকে।

২ : খেলা

সমস্ত আবহ জুড়ে একটি তালার গর্ত ফুটে আছে আহ্বানের মতো :
ফলের বাগানে কোনো দ্বারী নেই, অথবা সে দ্বিপ্রহরে ঘুমিয়ে পড়েছে
সম্পূর্ণ সংবিৎহীন। ওখানে কী ফল ছিলো, আমি কেন নিস্তব্ধতা চাই ?
আমার সুযোগ্য চাবি আমি কোন অন্ধকারে হারিয়ে ফেলেছি, অপরাধী
এখন রুমাল খোঁজো, রুমালের অছিলায় প্রজাপতি ধরেছো কেমন
—বিচ্ছুরিত লাল-নীল— উদগ্র শরীর থেকে, স্বেদ থেকে, উন্মাদনা থেকে ;
পাছে চিনে ফেলে কেউ, পরিতৃপ্তি হ'য়ে গেলে মুখময় ছুঁড়েছো শৈবাল,
যেন বিস্মরণ হবে এবং পুতুল নিয়ে খেলা হবে গোল খেলাঘরে
অত্যন্ত অভিমতাবে। আমাদের জীবনের ব্যাপ্তি নিয়ে এ-টুকুই হয় :
তার পরে প'ড়ে থাকে কলহ, গালের ব্রণ, ভাঙা তালা-চাবি
ব্যবহারে ক্ষয়প্রাপ্ত। এবার উদ্যম থেকে ওঠে পাপ, বিতৃষ্ণাও ওঠে ;
রক্তের নিহিত রাত্রি অন্ধকারে খুলে দেয় আহারের লবণাক্ত স্বাদ।

৩ : ধর্ষকাম

এবং আক্রোশভরে চোখ মেলে তাকিয়েছি মৃত্তিকার দুর্বোধ্য গহ্বরে ;
আমার সমূহ মেষ স্বভাবে দূষিত হ'য়ে এতক্ষণে কুৎসিত শূকর
হ'য়ে গেছে। শূকরেরা মৃত্তিকাগহ্বর থেকে টেনে তোলে কন্দমূল, তেজো
শরীরের আকর্ষণে মৃত্তিকারই দিকে যায়। আমার ঘাতকপ্রভ মুখ
আর্তনাদে স্তব্ধ করি, বধির ও ক্ষমাহীন, ক্রূর এক অন্তর্গত বোধে
সাযুজ্য বিনাশ করি। এবার শূকরে যেন পৃথিবীর সব পথ-ঘাট
ক্লেদময় ভ'রে যাবে, চাৎকার রিরংসা ব্যাধি হিংসাতেও যাবে
দিনগুলি— খরতম রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিন— দেহময় এখনই ছত্রাক
কত পূর্বাভাস দেয়। তুমি কি নিবিষ্টভাবে স্বাস্থ্যনিবাসের কোল থেকে
চিঠি দেবে, ফিরে এসে খুশি হবে শয্যাঘরে অনভিজ্ঞ, স্বপ্নময়ভাবে ?
অথচ শূকর এসে তোমাকে নিভৃতে নিয়ে খুঁড়ে খায় গভীর ভিতর
হিংস্রভাবে, আর তুমি মাটির নিবিড়ে গিয়ে নিমজ্জিত— আরো নিমজ্জিত—

৪ : নষ্ট হ'য়ে যাই

অজস্র কুকুর যেন তোমার লালিত মূর্তি ছিঁড়ে ফেলে ক্ষুরধার দাঁতে,
এবং বিস্রস্ত শাদা বুকের জামার নিচে বুকের গভীর প্রতারক—
আমি মৃত্যুদণ্ড দিই অসম্ভব ভালোবেসে : তোমার নিবিড় মৃত্যু হোক
নগ্ননাল মমতায়। এবার আমার নাম থেকে আমি মনুষ্যত্ব মুছে চ'লে যাবো
স্থির ঘোড়াদের দেশে ? বস্তুত তেমনভাবে নির্বাসনও তুলে নিতে পারি ;
এখন যখন আমি খুব ভিড়ে বাসে-ট্রামে কোনো এক অপরিচিতার
নিতম্বে ও জঙ্ঘায় চাপ দিই সুকৌশলে, ঈশ্বরের প্রতি অসম্মান
সম্পূর্ণ প্রকট ক'রে শস্যহীন শাদা মাঠে দ্বিপ্রহরে অস্নাত ও রূঢ়
শুয়ে থাকি নির্বিকার, এবং কুকুর দেখি—অস্থিসার ক্ষুধার্ত কুকুর—
পবিত্র বিধান তবে এত অর্থহীন ছিলো ? নষ্ট, যদি নষ্ট করো শুধু,
তা-হ'লে সৃষ্টির বুঝি কখনো এ মেঘময় রক্তগর্ভ যন্ত্রণা ছিলো না ;
এত আড়ম্বরহীন নষ্ট হ'য়ে যাই তাই নিজেরই ছায়ার বিপরীতে।

সমস্ত জীবন থেকে 'অ'-বর্ণটি নিঃস্বভাবে দিলাম তোমার করপুটে,
জাগতিক ভালোবাসা। আর তুমি খুশি হ'য়ে তুলে নিলে খাদ্য জামরুল,
আমার শরীরে যেন জল ছিলো পিপাসায়। অথচ চোখের নিচে
তোমার জঠর
রেখাচিহ্নগুলি ক্রমে চিরন্তন হ'য়ে উঠে আমার জন্মের কথা মনে এনে দেয়;
এই চক্রবৃত্তি থেকে পরিত্রাণ নেই জেনে জন্তুর জিঘাংসায় গলা ফু'লে ওঠে।
নির্দিষ্ট জড়তায় তোমারও তো আস্থা নেই, আমি দেখি স্মিত অবলীলা
তোমার জটিল মুখে— পুনর্বার ফিরে আসে জীবনের সব প্রলোভন—
তুমি জানালায় যাও নীল, তুমি আবরণ, জানালায় নীল পর্দা দাও,
শিত দাও জ্যোৎস্নায়, জরার মালিন্য তুমি প্রস্ফুটিত করো,
জীবনের দেখাও গূঢ়তা।
তবুও ঘরের কোণে জিহ্বার মসৃণ পিঠে মানবতা নষ্ট হ'তে থাকে;
তুমিও জেনেছো হত্যা, তবে কী ভাসাও তুমি? সুখ হবে দূরের জাহাজ,
ভেসে চ'লে যাবে জলে?— আরো বেশি জটিলতা জলে ও জঙ্ঘায়,
তোমার দাঁতের চাপে জামরুল কতটুকু দেবে তুমি ভেবেছিলে জল?

যখন পেয়েছি দুঃখ

অক্ষর দিয়েছো হাতে, বর্ণমালা, আমি তাই এরকম খেলা
খেলে যাই, দেশলাই-বাক্স দিয়ে তৈরি ক'রে উঁচু ঘরবাড়ি
নাম দিই শান্তিনীড়— এমন আকাঙ্ক্ষা ছিলো, যেন সে আমার-ই
অক্ষমতাটুকু নিয়ে হাসাহাসি ক'রে যায় ; ঝড় ও বন্যায়
গৃহ ভেঙে যায় কতো অবিমৃষ্য মানুষের, তবু সারাবেলা
এত ভালোবাসা হয়, আশা হয় যেন এই প্রবল অন্যায়
একদিন মুছে যাবে, শস্যময় ক'রে দিয়ে যাবে গ্রামগুলি,
স্বেদসিক্ত হাতে তুমি মুখ থেকে অশ্রু-ঘাম মুছে দেবে সব :
অথচ কিছুই হয় না, শূন্য খেলাঘরে শুধু দুঃখ জেগে ওঠে ;
শিশুদেরও দুঃখ আছে, তবে সেই দুঃখে শারীরিক উপদ্রব
কিছু নেই, তাই ওরা ভুলে যায়, কিন্তু আমি কী ক'রে যে ভুলি
এইসব অত্যাচার, শরীরলাঞ্ছনাগুলি, আমি শিশু নই ;
যখন পেয়েছি দুঃখ, আমি তো প্রেমিক হবো, ভালোবাসবোই,
প্রবঞ্চক বর্ণমালাকেই আমি তুলে নেবো ক্ষমাময় ঠোঁটে।

শেষ সন্ধ্যা

এভাবে হলুদ কিছু পাতা উড়ে আসে ঋতু সন্ধ্যার বাতাসে :
পুরনো স্মৃতির মতো জড়িয়ে গিয়েছে তারা চোখে-মুখে, নীল
মাঘজ্যোৎস্নার শীতে আমি একা হেঁটে গেছি, জেনেছি পিচ্ছিল
শ্যাওলায় পড়ে না কোনো পদচিহ্ন, তবু দেহ ভ'রে ওঠে ধীরে
স্মৃতিবহ ভিজে গন্ধে। সে কি অনার্তবা ? তবে কেন জানে না সে
অপব্যবহারে ক্রমে শ্বেত হ'য়ে যাবে তার রক্তময় দিন ?
শুধু জেগে রবে সেই ক্ষিপ্র আক্রমণস্পৃহা, ঠোঁটের মলিন
কষে লেগে রবে কিছু ক্ষরিত রক্তের স্বাদ, চোখের তিমিরে
হিংস্রতা দেখাবে কাল লাবণ্য ও ঋদ্ধির, তবু বিস্মরণ
এমন নিষ্ঠুর হবে ? আমাকে ভুলো না ব'লে আসি তাই ফিরে ,
অন্ধকার মাঠ ভেঙে একাকী মানুষটির বিষণ্ণ লণ্ঠন
চ'লে যায়— এরকম একটি দৃশ্যের মধ্যে আমার প্রস্থান
সাজ হয়, এভাবেই শ্রীপর্ণার সঙ্গে শেষ সন্ধ্যা কাটে ম্লান ;
পুড়ে যায় আকুলতা, কিছু পাতা উড়ে আসে আমার শরীরে।

কয়িষ্ণুতা নিয়ে তবু

তোমার নিভৃতিটুকু সম্পূর্ণ উন্মুক্ত ক'রে দিয়ে গেলো পাখি
অবেলায়। তবু দ্যাখো কখনো আমার মনে গূঢ় অবিশ্বাস
প্রশ্রয় দিই নি; আমি নিতান্ত বসন্তদিনে রক্তিম পলাশ
গুচ্ছ-গুচ্ছ তুলে নিয়ে যাই নি কখনো পসারিণীদের কাছে।
বরং তোমার ওই অন্তরঙ্গ ডাকনাম ধ'রে ডাকাডাকি
করেছি আচ্ছন্নভাবে— বুনু, তুমি একবার চায়ের টেবিলে
দু-চোখে গোলাপ ভ'রে হেসে ওঠো ঋতুপর্ণা, শরীরের আঁচে
তোমার কুমারীমুদ্রা এমন অবৈধভাবে কতদিন আর
পুড়ে যাবে ? শুনে তুমি চোখের অরণ্য থেকে সজীব সঞ্চার
গুটিয়ে নিয়েছো, আমি বাণিজ্যপ্রবণ বহু মুখের মিছিলে
তবু তোমাকেই নারী ভেবেছি, এখনো ভাবি, যদিও তেমন
কিছুই ছিলো না জানা উরু কিংবা স্তনযুগ। অ্যাশট্রে-র জলে
কয়িষ্ণুতা নিয়ে তবু মৃত্যুমুখী খেলা হয় স্থির, তা না-হ'লে
তোমার হাতেও কেন ঝিনিঝিনি বেজে ওঠে কলঙ্ককঙ্কণ ?

এবার তা-হ'লে তুমি সুভদ্র পুরুষদের দিকে উড়িয়ে দাও
তোমার রক্তাক্ত রুমাল
অভিজাত রমণীদের মাঝখানে ছুঁড়ে দাও তোমার জ্বলন্ত শিশ্ন—

সমস্ত কলকাতা কেঁপে উঠুক তোমার গর্জনে।

নিষ্ঠুরতা ভালোবাসি

নিষ্ঠুরতা ভালোবাসি— এই ব'লে পাখিটিকে দিয়েছি উড়িয়ে ;
কেন না এ পাথরের গুপ্ততম রূপ দেখে জলের প্রবাহ
ফিরে গেছে, মনে পড়ে শীর্ণ ওই ধারাটিকে কত ভালোবেসে
তৃষ্ণার্ত হয়েছি আমি ন্যাক্ত, দেহোত্তাপহীন— এরকম যিরে
প্রত্যেক মানুষ করে, করে ঘর-গৃহস্থালি, তারপরে শেষে
অন্তিম নিশীথে নীল নক্ষত্রের নিচে তার যন্ত্রণা ও
স্বপ্নগুলি পরস্পর কথা বলে, বঞ্চনার তোলে অভিযোগ।
তুমিও কি কষ্ট পাও ? ঈশ্বরপ্রদত্ত রূপ তা-হ'লে এমন
অপচয় করো কেন, নীরক্ত মুখোশে শ্বেত, রুক্ষ পবিত্রতা
তুষারে সম্বন্ধ রেখে তারও পরে চাও তুমি রক্তাক্ত মোরগ
হবো আমি ? ওফেলিয়া, তোমাদের জানা নেই কত অহংকারী
মৃত্যু হয় মানুষের, তুচ্ছ হ'য়ে যায় প্রেম, জ'মে-ওঠা কথা
স্তব্ধ হ'য়ে যায় বুকে— একেও কি বলো তুমি জীবনযাপন ?
যাও, চ'লে যাও তুমি, রয়েছে তোমার জন্য প্রস্তুত নানারি।

সোনালি দুঃখ

রেশমকীটের দেহ ঘিরে তার গুটি জেগে ওঠে
চিকণ সোনালি রঙ্‌— অস্তিত্বের জন্য যেন এটুকুই শুধু তার
প্রয়োজন ছিলো

আমার দুঃখের শেষ নেই
মানুষের দুঃখের কোনো শেষ নেই, আমি
দেখেছি কীভাবে যুবকের বিশদ পশরা ভ'রে ওঠে নষ্ট মাংসে
জ্যোৎস্নার ভিতরে উড়ে যায় কার খরস্রোতা চুল
প্রেমহীনতা খাদ্যাভাব ও জলকষ্ট নিয়ে শুরু হ'য়ে যায়
এক-একটি দীর্ঘ সকাল
বিষণ্ণ মানবতা, তোমার জন্য কি এরকমই প্রস্তুত ছিলো আস্তরণ ?
আমরা প্রতিনিয়ত ঈশ্বরের কাছে অভিযোগ করি—
শীত তো শেষ হ'য়ে গেলো, আকাশ এখন উজ্জ্বল, কবে তুমি
আমাকে তুলে নেবে
হাওয়াময় শস্যময় সেই পৃথিবীতে, যেখানে
স্বর্ণসূর্যের মতো জেগে ওঠে একটি মুখমণ্ডল ?
কোথাও জাগে না উত্তর— একটি শব্দ— বাতাসে
একটি পাতাও নড়ে না
আমি পোশাক-পরা শরীর নিয়ে হেঁটে আসি
নিঃশব্দে দোষারোপ করি সেই নগ্ন ও প্রেমার্ত আত্মাটিকে
যার সঙ্গে বাইশ বছর ধ'রে আমি কথা ব'লে এসেছি নির্জনতায়
—তুমি আমাকে কিছুই দিতে পারো নি হে আমার বাসনা
আমার প্রেম, আমার সমগ্রতা, আমার ভিখারিহৃদয়ের সম্রাট
তুমি আমাকে পরিপূর্ণ দুঃখও দিতে পারো নি
দিতে পারো নি দুঃখের সেই সোনালি রঙ্‌ আর উজ্জ্বলতা
আমার কি রেশমকীটের পরিত্রাণও নেই ?
আমার স্মৃতির ভিতরে একটি লাল রিবন, একটি ফোটোগ্রাফ
ও একটি বাদামি পোস্টকার্ড

'তিনটি বৃদ্ধ ইঁদুরের মতো তারা মাটি খোঁড়ে— আমার পিপাসা
কার ঘুমন্ত জানালা ছুঁয়ে যায়, বুঝতে পারি
উনিশ-বছর বয়সী একটি অসুস্থ মেয়ে অহংকারী ভঙ্গিতে ঘুমোয়
তাকে আমি পৃথিবীর যাবতীয় আনন্দ থেকে পৃথক করেছি ব'লেই
তার মুখে আমার দুঃখের রঙ কোনোদিনই সোনালি হবে না।

মানুষের কাছাকাছি

আমি এখন কিছুতেই আর মানুষের কাছাকাছি
পৌঁছতে পারছি না
সমস্ত মানুষের কাঁধের উপরে কে যেন বসিয়ে রেখেছে
গণ্ডারের মুখ—
আমার ভীষণ অসুখ ছিলো, আমি কিছুই খেতে চাই নি তখন
শুধু ফল রুটি ও ওষুধের আচ্ছন্ন অন্ধকার থেকে
সরীসৃপের ধরনে বেরিয়ে এসেছি
হাসপাতালের চত্বরের মতো এক পৃথিবীতে—
মৃত একটি মানুষের দেহ ঘিরে শোকস্পর্শহীন
তখন সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলো কিছু অ্যাপ্রন-পরা
ডাক্তার এবং নার্স।

সমস্ত পুরুষকে আমার ডাক্তার মনে হয়
সমস্ত নারীর চোখে আমি লক্ষ করি নার্সের নিরাসক্তি
এভাবেই আমার শরীরের চারদিকে আবার ঘন হ'য়ে ওঠে
শীত এবং অন্ধকার
এবং ভয়ও— কেন না মানুষের বুকের মন্দিরে
ঘণ্টাধ্বনি শুনবার মতো অপাপবিদ্ধ কান আমার ছিলো না
মনে পড়ে কিশোরকালে মাঘমাসের রাতে
শীতে কাঁপতে-কাঁপতে
সরস্বতীর মৃণ্ময় স্তন ছুঁয়ে আমি দেখতে চেয়েছিলাম
কোনো উষ্ণতা আছে কি না।

আমার প্রেম অশেষ নয়, অনন্ত নয় আমার যৌনতা
আমার ক্ষুদ্র সমগ্রতার মধ্যে আমি
বৃথাই স্থাপন করতে চেয়েছিলাম আমার ঈশ্বরকে, তাই
নীল মোহাঞ্জনমেঘ অকালবর্ষায় ঝ'রে পড়লো
এক ব্যক্তিগত বসন্তকালীন সন্ধ্যায়।

ব্যারাকপুর থেকে সেদিন একা ফিরতে-ফিরতে ভেবেছি
—এবার আমি পৌঁছতে পারবো মানুষের কাছে
ভালোবাসতে পারবো এমন কী বাসের সেই সহযাত্রীটিকেও
অসতর্কে আমার পা মাড়িয়ে যে প্রায় থেঁতলে দিয়েছিলো।

অথচ আমি মানুষের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াতে পারলাম না
চোখের কোটরে ভ'রে নিতে পারলাম না
তৃষ্ণার মতো কিছু জল—
আহ্, যদি শুধু জলের শব্দও শুনতে পেতাম!
আমি এক উৎসবমুখর দিনে
সুসজ্জিত নারী-পুরুষের মাঝখান দিয়ে
মাংসের দোকানে গিয়ে পৌঁছেছিলাম, আর
কসাইয়ের ছুরিখানা তুলে নিয়ে যেই দেখতে গিয়েছি
তাতে অশ্রুর কোনো দাগ লেগে ছিলো কি না
অমনি সারা রাজপথ জুড়ে ডাক্তার এবং নার্সরা
হো-হো শব্দে অট্টহাস্য ক'রে উঠেছিলো।

অপেক্ষা

কথা ছিলো আসবে সে, তারই জন্ম পথ চেয়ে-থাকা।

গাঢ় রাত্রে শব্দ হয়, তোমার রক্তের নদী তিন দিকে ব'য়ে চ'লে যায় ;
আমি তার উৎসমুখে অনাসক্ত বিস্তীর্ণ পাহাড়
ক্ষমাময় কীর্ণ করি, এভাবেই আসে প্রেম, দেহজিজ্ঞাসার নিচে ঢাকা
প'ড়ে যায় সুখদুঃখ। 'ঈশ্বরতা' 'ঈশ্বরতা' এই ব'লে তোমার আমার
অনেক তো হলো এই পৃথিবীতে ঘুম-মৃত্যু, প্রাত্যহিকতার
রক্তে-রৌদ্রে হলো ঋণ। শরীরিণী মোম
নিয়ে যে-রকম শেষ হ'য়ে যায় মানুষের আলোর পিপাসা,
আত্মনিগ্রহের শেষে তেমনই গভীর বেদনায়
জেনেছি মীমাংসা নেই তৃপ্তি নেই শেষ নেই, শুধু ফিরে আসা,
শুধুই অপেক্ষা করা, যেন একদিন কেউ এসে এই শোকপরিশ্রম
শীতার্ত আত্মার বুক থেকে তুলে নিয়ে যাবে নক্ষত্রের প্রতি।
মানুষের অগ্রসৃতি অব্যাহত আছে, তবু মানবিকতার
অন্ধকারে তীর্থযাত্রা চলে—উত্তরাধিকার—পিতৃপুরুষ থেকে সন্তানসন্ততি
এভাবে নিষ্ফল শুধু বেড়ে যায় শাখা :

সে আসবে না জানি, তবু তারই জন্ম পথ চেয়ে-থাকা।

শীতকালের জন্য আকাঙ্ক্ষা

আমার জুতোর ভিতরে বাদাম ঢুকে গিয়েছে, আমি
শিশুদের ভয়ে সন্ত্রস্ত।
তা-ছাড়া ওই শিশুদের মায়েরা কখনো প্রেমিকা ছিলো কি না
আমি ঠিক জানি না— জানি না ওরা কখনো
প্রিয়পুরুষের সঙ্গে শীতের বাগানে বেড়াতে গিয়েছিলো কি না
যেখানে হাওয়ায় উড়ে আসে লাল বাদামপাতা।

লোকে আমাকে অসামাজিক অস্বাভাবিক ব'লে জানে,
আমি শিশুদের পছন্দ করি না।
আমার জুতোর ভিতরে বাদাম ঢুকে গিয়েছে, তাই
শিশুদের বাগানে আমি নির্বিঘ্ন।
কিন্তু আমার অন্ধকারতম কথাটি কেউ বিশ্বাস করে নি—
আমি হলুদ পশমের মতো স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল
একটি শীতের দুপুর চেয়েছিলাম।

আমার মায়ের জন্য সনেট

মা, তুমি গিয়েছো জেনে আর কোনোদিন ঠিক তত ভালোবাসা
হবে না, পারে না হ'তে। আমার শৈশবকাল কেটে গেছে, আমি
জন্তুর মতন সেই স্থিত আত্মপরিচয় হারিয়ে ফেলেছি,
যেমন হারায় জন্তু গাঢ় এক বনান্তরে। আমার পিপাসা
আমাকে নিয়েছে টেনে শহরের পথে, তাই পথে এসে নামি,
লাল সিগারেট নিয়ে বান্ধবীর সঙ্গে করি ধূসর তামাশা,
সহজাত ক্ষুধাবোধ এইভাবে উড়ে যায়— এ মায়ামরীচী
আমাকে উদগ্র করে ক্ষুদ্রতায়, ক্ষিপ্র করে। মা, তোমার কথা
মনে প'ড়ে যায়, তুমি দ্বিতীয় রমণী নও, লতাগুল্মময়
ললিত ঝর্ণার জলে স্মৃতির বিষাদ ধোও— শুদ্ধ বিনিময়,
সম্পূর্ণ মূর্ছিত প্রাণ। তবে কেন প্রাপ্য চাও? আমি বহুকামী,
মুহূর্তে সংহত হই— এ আমার ভালোবাসা, আশ্চর্য কলুষ
আমাকেই অন্ধ করে, ফিরে পেতে চাই তাই শিশুর হিংস্রতা;
চোখের অকীক ছিঁড়ে মুক্ত হ'তে পারে নি তো রাজা ঈদিপুস।

পশুর পায়ের নিচে

কে ওই পশুটি যায়, নিষ্ঠুর এবং ধীর, শরীরের নিচে
শতাব্দীর নির্জনতা ব'য়ে নিয়ে চ'লে যায় শেষ পৃথিবীর
অন্ধকারে আরো দূর? আমি শস্যখেতে গিয়ে প্রথম বুঝেছি
ব্যবহারহীন প্রেম কীরকম মানুষকে বন্যতার দিকে
টেনে নেয়। তাই আজ জন্তুর মুখের লালা মনুষ্যত্বে ঘাসে
ছড়ানো পালকে ঝরে। জনতাগভীর এই স্টেশনে দাঁড়িয়ে
আর্দ্রতাবিহীন ঠোঁট অকস্মাৎ জিজ্ঞাসার মতো কেঁপে ওঠে:
গোপার হৃদয়ে কোনো দোষ ছিলো? রাহুল কি বিকলাঙ্গ ছিলো?
তবুও আত্মায় কেন প্রেমের অসুখ নামে? আনত দেহকে
প্রশান্তির তীর্থ ভেবে তবু আমি কোনোদিন যথার্থ হবো না;
শরীরে আক্রোশ আছে, তবে তো এখনো এই পৃথিবীতে আছে
উপভোগ্য কিছু রূপ— আমার হৃদয় তবে নিয়ে যেতে চাও
সায়াহ্নকালীন তুমি বিষণ্ণতা? চেয়ে দ্যাখো ক্রূর পশুটির
মন্থর পায়ের নিচে কেঁপে ওঠে লোকজন, সমস্ত স্টেশন।

কর্ণ

এখনো পুত্রের শিরে রয়েছো অম্লান তুমি অংশুমান পিতা
আমাকে অন্ত্যজ ব'লে উপহাস করেছিলো যারা
তাদের সবার জন্য সঞ্চিত রেখেছো স্নেহ কত বরাভয়
জবাকুসুমের মতো সংরক্ত করুণা
অথচ এখন দ্যাখো ম্লান হ'য়ে আসে দূর পটরেখা, তুমি
বিশ্রান্ত পশ্চিমগামী, আর
আমার রথের চাকা গ্রাস করে মেদিনীর জিভ
স্বেদস্রাবী অশ্বের নাসারন্ধ্রে বহ্নিশ্বাস, কেঁপে ওঠে সুদক্ষ সারথি
বিদ্রূপের অনুষঙ্গে টেনে তোলে ক্রোধ আর অন্যমনস্কতা
আমার ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে ওঠে
অনেক ঘুরেছি আমি জনাবর্তে বাসে-ট্রামে বিপণির আলোকমালায়
ভিড়ের জ্বলন্ত দিকে প্রতারণা পুড়িয়েছি, হাতের সঞ্চয়
এ-ভাবে কি আয়ুষ্কাল হ'তে পারে ক্ষয় !
কিন্তু তবু দ্যাখো
এইখানে আমি আজ আত্মার তিমিরে ডুবি অন্তহীন একা
ধর্মের অর্থের
কত ঋণ শোধ হয় অগোচরে অশ্রুজলে ব্যর্থতায় একা
হীন তিতিক্ষায়
রক্তে ভেজে মাটিতল, নির্বোধ কৌতুকে মাতে শত অক্ষৌহিণী
আতসবাজির মতো ফেটে পড়ে মানুষের বিস্ফারিত হাজার উল্লাস
আমার ক্রোড়ের দিক থেকে ক্রমে স'রে যায় স্পর্শহীনা পৃথুলা পৃথিবী
রমণীর নীবি
হোটেলে নিশীথকক্ষে যেরকম স'রে যায়, পুরুষের শিথিল কামনা
চোখের হীরায় তার ভ'রে দেয় নম্র কটিতট
আমারও সম্ভোগ শেষ, করমুদ্রা রিক্ত মূল্যহীন—
কত অপরাধ
জমেছে চোখের কোণে, অহংকারী হেঁটে গেছি মিথ্যাপরিচয়ে
আরো কিছু তীব্রতর পাপ করা যায় ?
এরকম ভেবে-ভেবে প্রস্থানের মুহূর্তে এসে প্রস্তুত হয়েছি

বুঝেছি মৃত্যুর চেয়ে বড়ো কোনো অভিমান মানুষের শিরে লেখা নেই।

হে পিতা, তোমার কাছে আমার আক্ষেপ নেই কোনো
আমার তো পরিত্রাণ নেই
পৃথিবী নিয়মে ঘোরে, ঋতুস্নাতা কুমারীর দ্বারে এসে ঈশ্বর দাঁড়ায়
তবু কোনো স্বীকৃতিও নেই
মন্ত্রময়তার রক্তে ঘোলা জল কেন শুধু ঢোকে ?
গোপন কামের শয্যা থেকে শুধু নীল শিশু কেন নামে গূঢ় উপদ্রবে ?
আমার বেদনা এই প্রতীকী প্রশ্নের কাছে দাবি করে ক্ষমা, সুন্দরতা
গম্যাগম্যবোধহীন মানুষের উদ্যানবিহার
মুমূর্ষু পুষ্পের কাছে এ মুহূর্তে ক্ষমার প্রার্থনা
পাঠক, শোণিত-ঋণ তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে আমিও নির্ভার আজ হবো।

২

আজ মনে পড়ে সেই তাপশীর্ণ দুপুরের কথা
এমন নিদাঘতপ্ত দিন আর অন্য কিছু স্মরণে আসে না
ছেঁড়া ক্যালেণ্ডার উড়ে এসে ডোবে স্মৃতির গরলে
আমার ধৈর্যের তুমি এভাবে পরীক্ষা নাও চতুর ঈশ্বর !
কিশোরক মুঠি থেকে এইভাবে ছিঁড়ে নাও অজ্ঞানতা অপাপবিদ্ধতা
উরুর মাংসের মধ্যে মর্মকামনার তাই পাঠাও যন্ত্রণা বজ্রকীট
অবদমনের কান্না ভেদ ক'রে কণ্ঠ কার ভেসে যায় আকাশে বাতাসে
—এই কি যথার্থ তুমি হীনবীর্য শ্রমিকসন্তান
পুলকে শরীরকোষ স্ফারিত হয়েছে, রক্তে আমারই অঞ্জলি ভ'রে গেছে
এত অভিশপ্ত হ'য়ে তবুও হেসেছি আমি নতুন জন্মের অঙ্গীকারে
আমার বুকের জলে প্লুত ক'রে দেবো সব ভেবেছি নির্জল হ্রদ, নদী
তাই প্রতিদানে পাই জলহীন অত্যাচার ? বাঁচার নিজস্ব জলটুকু
নষ্ট স্মৃতি সকৌতুকে নিয়ে চ'লে যায়
শুধু মনে পড়ে সেই প্রজ্বলন্ত পাঠাঙ্গন, সমবেত বৃক্ষলতাদের
হাস্যকল্লোলাস
সব অপমান ব'য়ে প্রতিকূলতার ঊর্ধ্বে উঠে আসি বিমর্ষ যুবক

তবু
সব ঘাটে ডুবে যায় তরী
সমস্ত অভীষ্ট পথে ট্রাফিকের লাল চোখে আমার বিলম্ব ঘ'টে যায়
আমার কী অপরাধ প্রভু ?

না, এখন প্রশ্ন নয়, অন্তিম সময়ে আর প্রশ্ন নয় কিছু
এরকম প্রশ্ন আমি তেমন মধ্যাহ্নেও জিজ্ঞাসা করি নি যথাকালে
এখন এ অন্ধকারে শৃগালের চোখে শুধু হাজার জোনাকি জ্ব'লে যাবে
কখনো কি তর্কের অতীত
ছিলো না তোমার প্রভু স্নেহচ্ছায়া পিতৃপ্রতিমতা !
কানীনে ক্ষেত্রজে কত পৃথিবীর শৌর্য ফুটে ওঠে
তোমার কি পুত্রস্নেহ জাগে নি কখনো !
এই দ্যাখো আমি আজ বিজ্ঞজানু ইচ্ছাদগ্ধ ধুলোয় ছুঁড়েছি যত উচ্চ অভিলাষ
জন্মসূত্রে অভিজাত উচ্চবিত্ত নই
এ মুখোশবিলাস কি মানায় আমাকে !
দেহের উত্তাপে ঘামে সমুন্নত জীবনপ্রণালী গ'লে গেছে
অবজ্ঞায় বরমালা নিয়ে মুখ ঘুরিয়েছে দৃপ্ত যাজ্ঞসেনী
উচ্চাশাবিহীন কোনো মানুষের লিপ্ত ঠোঁটে শ্যাম কৈবর্তার
একটি চুম্বনও পড়বে না ?
শীলিত অর্জন দেখে তবু দূরে চ'লে যাবে পৌরুষপ্রতিভা ?
আমি প্রভু এত নিচু নই
তবু এ রথের চাকা গ্রাস ক'রে নেয় আজ মেদিনীর জিভ
আত্মরক্ষাকালে কোনো নির্ভুল অস্ত্রের নাম মনেও পড়ে না
তোমাদের পরিহাস কেঁপে ওঠে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে আলো-অন্ধকারে
নিশ্চিতই অপরাধী আমি।

৩

এখন নদীর জলে যে শিশুটি ভেসে গেছে তার কথা একবার ভাবি
কুমারীর লজ্জা ঠিক মাছের গন্ধের মতো তার গায়ে জড়িয়ে রয়েছে
মায়ের পাপের স্বাদ কত লবণাক্ত হ'তে পারে !

সব হলাহল শুষে নিয়ে আমি নীলকণ্ঠ জ্বালামুখ আজ
হে মাতা, তোমারও কাছে আজ কোনো অভিযোগ নেই
তোমার বুকের মধু তিনদিকে ব'য়ে গেছে অনর্গল শরীরী অভ্যাসে
আমার পিপাসা সেই মধুক্ষরা পৃথিবীতে কেঁপে গেছে ক্ষীণ
জিভের ব্যাকুল পিঠে শূন্য হ'য়ে ঝ'রে গেছে পূজা ভালোবাসা
তবু আমি আর প্রার্থী নই—
গাড়ির ভিতরে কোনো প্রসাধিত মহিলাকে মা ব'লে ডাকার অভিলাষ
কোনোদিন জাগে নি আমার
পরম্পরাক্রমে ঠিক এইভাবে প্রতিহিংসা ব'য়ে চ'লে যায়
যাবার পথের ধারে নিভিয়েছি সব আলো গুঁড়িয়ে দিয়েছি সব সেতু
হায় বৃষকেতু
আমি পুত্রহন্তা পিতা তোকেও এ রণক্ষেত্রে বাঁচাতে পারি নি
কর্তব্যের অভিমানে হেঁটে গেছি আজীবন ঋণী
মূঢ় প্রতিঘাতে
ভাইয়ের বুকের কাছে লাফিয়ে উঠেছে ছুরি ভ্রাতৃদ্রোহী হাতে
রাজনীতি সমাজনীতির
নামে সব গ্রামে গঞ্জে শহরে ও রাজপথে মৃতদেহ স্তূপ হ'য়ে আছে
অন্ধকারে মুখ থুবড়ে প'ড়ে আছে গান্ধী মাও সুভাষ স্ট্যালিন
আমার যে সূক্ষ্মতর আরো কত পাপ-অপরাধ
দানব্রতে আত্মতৃপ্ত ভিক্ষা দিয়েছি যাকে তার কাছে আমি অপরাধী
বিশ্বাস ছিলো না তবু মিছিলে রেখেছি কণ্ঠ সেই হেতু আমি অপরাধী
পরিপূর্ণ ঘৃণা ছাড়া ঘাতক সাজতে গেছি সেই হেতু আমি অপরাধী।

৪

আমি পুত্র নই পিতা নই শিষ্য নই ভ্রাতা নই বন্ধু নই, আমি
দেশহীন কালহীন দুই হাতে ধ'রে আছি অপূর্ণের সমস্ত বেদনা
শারীরিক মৃত্যুর ভিতরে
কতটুকু অবলুপ্তি হবে আজ বিষণ্ণ এ সায়াহ্নবেলায়
আমার কি মৃত্যু হবে ছদ্ম-করুণায় ?
আমার মৃত্যুর জন্য আমি কোনো প্রস্তুতির অপেক্ষা রাখি না

বিন্দু-বিন্দু বল্কনায় যদি গ'ড়ে ওঠে এক পূর্ণ প্রতিভাস
যত পারো প্রতারণা করো তুমি মানবতা প্রবহমানতা—
কবচকুণ্ডল গেছে, গেছে একপুরুষঘাতিনী
যায় যদি থেমে যাক কালচক্র ছিন্ন রথ নিবিড় কৌশলে
আর কোনো ক্ষোভ নেই তবে
আমার মৃত্যুর শব্দে ঘরে ঘরে রক্তবীজ জন্ম নেবে শত অক্ষৌহিণী

অপ্রতিভ কেন তবে সহোদর হে অর্জুন, গাণ্ডীব তোলো
পিতৃপুরুষের ওই দগ্ধ মুখের দিকে মৃত্যুর বিদ্রূপ উড়ে যাক।

প্রতিশ্রুতি ছিলো

তোমার শরীর আমি কবিতায় ভ'রে দেবো প্রতিশ্রুতি ছিলো,
শ্বেত কাগজের মতো নগ্ন তুমি বারবার সম্মুখে দাঁড়াও ;
আহা কী দর্পিত মুখ, কত স্মৃতি দাবি করো, আমি কলমের
প্রত্যন্ত প্রদেশ থেকে লাল অশ্রুজল আনি ঋণগ্রস্ত গৃহী—
আমি ভিখারির কাছ থেকে ছুটে চ'লে যাই, ভিতরে-বাহিরে
মৃদুতম শব্দ নেই, পাতা ঝরানোরও ক্ষীণ শব্দ নেই কোনো ;
বড়ো ক্ষমাহীন বড়ো ক্ষমাহীন বেলা কাটে, উটের কুঁজের
নিকটে প্রত্যাশী হ'য়ে ব'সে থাকি, ভাবি শ্বেত তোমার প্রতিমা
আর কোনোদিন তবে সমাপ্ত হবে না, শুধু নীল পতঙ্গেরা
কাগজে ছড়িয়ে পড়ে—ঘুমোঘুমো, বিষময়—স্মৃতিহীন হাতে
পুষ্পপরিচর্যা যদি উদ্যানবিলাসী করে তবে তার মুখ
কখনো কি তৃপ্ত হয়, পতঙ্গেরা এসে খেয়ে ফেলে সেই ফুল।

অরফ্যানেজের দরোজায়

নরম পাতার শব্দে আজ বহুদিন পর অন্তরের আবদ্ধ দরোজা
খুলে যাচ্ছে, অনাথ শিশুরা
হাত-ধরাধরি ক'রে বাইরে আসছে বেরিয়ে, ওরা জন্মহীন,
হাসতে-হাসতে চোখের পলকে পাথর ক'রে দিচ্ছে পুলিশকেও।

আজ আমি কোনো কিছু শুনবো না, আমি
পেচ্ছাপে ভিজিয়ে নিয়েছি লিটমাস কাগজ, আমার হৃদয়ের অম্লতা
শরীরবিহীন জীবনের গ্লানি ভুলিয়ে দিচ্ছে—
কোনো কুমারী মেয়ে কি আর কোনোদিন জননীস্নেহে
অন্য কারুর শিশুকে আমার সামনে আদর করতে সাহস করবে?

বহুদিন পর ওই নগ্ন অরফ্যানেজের দরোজায় দাঁড়িয়ে
ডেকে উঠলো আমার হৃদয়
—তোরা বেরিয়ে আয়, তোরা বেরিয়ে আয়
আমি তোদের একটি কুমারী মা উপহার দেবো, তোরা
জন্ম নিতে পারবি—

বলতে-বলতে আমার দুই উরু নিষ্পত্র শিমূলের মতো
হাহাকার ক'রে উঠলো।

ইনটারভিউ

তারপরে ওই গোল স্ফটিকটির উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম আমি
চারপাশ থেকে ওরা আমার শরীর ছিঁড়ে অভিবাদন তুলে নিলো
আমি আঁকড়ে ধরলাম টেবিলের কোণা, আমার জিভের ডগায় এসে
থেমে রইলো বিপন্নতা
আমার দীনাতিদীন দিনাতিবাহনের গ্লানি এবং ভয়

টেলিফোন হাতে লাল চোখ বুজে ফেললো একজন পাইথন
মুখের লালায় সিগারেট আটকে নিলো একজন প্যান্থার
ঘৃণায় আমি উঠে আসতেও পারছিলাম না, কারণ
তখন আমার মনে পড়ছিলো এই আতিথ্যহীন শহরের তীব্র মুখ
বিমর্ষ হলুদ বিছানার উপরে ব'সে আছে আমার মা

আর তোমাদের কিমোনো ভ'রে উঠছে মরশুমি ফুলের রঙে, তোমরা
প্রত্যেক ঋতুতে বদলে নিচ্ছো তোমাদের জাপানি পোশাক

পাইথনটির দিকে তাই নম্রভাবে তাকালাম আমি, ভাবলাম
এইভাবে একদিন টেলিফোন হাতে চোখ বুজে ফেলবো আমিও
প্যান্থারটির দিকে তাকিয়ে ভাবতে ভালো লাগলো একদিন আমিও
তরুণ অসহায়তার মুখের উপর উড়িয়ে দেবো সিগারেট
তোমাদের মতো শৈলশহরের আকাশ থেকে আমিও একদিন
পেঁজা তুলো পেড়ে আনবো, সমুদ্রসৈকত থেকে কুড়িয়ে আনবো ঝিনুক
তারপরে কোমর জড়িয়ে উঠে যাবো
আকাশপ্রদীপ থেকে আরো দূরাতিদূর নীল নক্ষত্রলোকে

কিন্তু আমার ভাগ্য ভালো, তাই
অচিরেই এই আত্মবিস্মৃতির ভিতরে নেমে এলো একটি সমবেত অট্টহাস্য,
একটি নষ্ট ভালোবাসার গল্পে ঢেকে ফিরলাম আমার বুকের এপিটাফ।

রমণীর অন্ধকার বড়ো প্রাপ্তি নয়

রমণীর অন্ধকার বড়ো প্রাপ্তি নয়, অন্য সকলের মতো
বিভিন্ন বন্দরে তার পোত চেয়েছিলো ত্রাণ, রক্তাভ মাস্তুল
সন্দর্পে উত্তুঙ্গ ছিলো আকাশপ্রসারী। তবু বহিরভ্যাগত
হ'লে এ সমাজে তার নিষ্পন্নও হয়েছিলো বিস্তর অখ্যাতি
—শিশ্ন তবু মোহহীন! ঘাট ছুঁয়ে গিয়েছিলো কৃষ্ণা রূপসীরা,
তাদের পসরা ভ'রে ছিলো ঠোঁট, স্তন, উরু, যোনি, বাহুমূল
এবং নিমগ্ন ক্লান্তি বুদ্ধিহীন। তাই তার নীল টেলিপ্যাথি
আক্রোশে ছড়িয়ে যায় আকাশে-বাতাসে, আর যে পথিক আসে
সে-ও পুরুষ এক, লোমশ, প্রবল, দৃঢ় শিরা-উপশিরা
শিশ্নের নিকটে এসে স্ফীত হ'য়ে ফেটে যায়। শ্যামল উদ্ভিদ
শরীরে স্থাপন ক'রে তবে সে লাবণ্যময়, পাপে অবনত,
ঈশ্বরকে নষ্ট ক'রে শান্ত হয়েছিলো যুবনাশ্বের মতো
অমোঘ, উপায়হীন? সে-ও যদি তৃপ্তি পেতো সরল অভ্যাসে
তবে কি অধৈর্যভাবে সোচ্চার হতেন মনোময় আঁদ্রে জিদ?

কলকাতায় প্রথম বৃষ্টি

তোর চোখের নিচে ভিক্ষার বাটি ধ'রে ব'সে আছি, অথচ তুই-ই
চেটে খাচ্ছিস আমাদের চোখ
দলে-দলে বেশ্যা, হিজড়ে, মাতাল, বণিক ও ব্রাহ্মণ এসে
জড়ো হয়েছে তোর পায়ের কাছে
সকলেই নত হয়েছে প্রার্থনায়
অথচ তোর সুবিপুল জিভ জ্ব'লে উঠেছে তানসেনের দীপকরাগিণী
সেই ক্ষমাহীন ক্ষুধার নিচে পুড়ে যাচ্ছে আমাদের প্রার্থনা
আমাদের পূজা ও আমাদের চোখ

তারপর এই সূর্যের প্রান্তরে ক্রমশ অন্ধ হ'য়ে যেতে-যেতে
শুনতে পাই গাছেদের চীৎকার
ঈশানকোণ থেকে ছুটে আসে একদল পরাক্রান্ত ঘোড়া
মুখের উপরে এসে আছড়ে পড়ে ঈশ্বরের সবুজ লোম ও সুস্বাদু ঘাম
আর আমাদের বগল ও কুঁচকি থেকেও ক্রমাগত
উজ্জ্বল রঙের অর্কিড ঝুলে পড়তে থাকে।

অঁরি রুশোর জিপসি

ঘুমের অপর নাম মৃত্যু মৃত্যু না-জেনেই নিদ্রা গিয়েছিলো
জিপসিটি, তার পাশে স্থির ছিল সিংহও, নিদ্রিত গিটার
জিপসির শরীর ছুঁয়ে নিস্তরঙ্গ শুয়ে ছিলো···অনড় প্রকৃতি
শুধু চারপাশে তার রচেছিলো ঘেরাটোপ, রহস্যময়তা
ছড়িয়ে গিয়েছে দূরে, বায়ুহীন শব্দহীন···দূরে আরো দূরে
চোখ মেলে জেগে থাকে অনুচ্চ পাহাড়শ্রেণী, সিংহেরও চোখ
জিপসির নিশ্চল দেহে কম্পন প্রত্যাশা ক'রে লুব্ধ আর ক্রূর···
চামরসদৃশ কেশ একদম স্তিমিত আছে, হত্যার প্রস্তুতি
সম্পূর্ণ সমাধা হ'লে কবিতার চেয়ে তবে শিল্পে আরো বেশি
জীবনের অভিজ্ঞান ফুটে ওঠে মনে হয়, যেখানে জটিল
'কাকে' ও 'কীভাবে' এই প্রশ্নের অনেক আগে হত্যা ঘ'টে যায়·
কখন ঘুমের মধ্যে জিপসিটি ন'ড়ে উঠবে, অমনি শ্বাপদ
লাফিয়ে নামবে তার নিকষ মাংসল ঘাড়ে···তবু তারও আগে
জিপসিটি জানলো না বহুক্ষণ ধ'রে তার মৃত্যু হয়েছিলো।

সমর্পণ কবিতাগুচ্ছ

১ : দাসী ও দেবতা

আমার পায়ে প্রণতি তাঁর, বলিয়াছিলো দাসী ; এ
দন্ত তাহার প্রভুকে খুব বিঁধিয়াছিলো শরীরে ;
আবার ফিরে এলেন তিনি, দাসীর গাঢ় গভীরে
করুণা তাঁর ছড়িয়ে গেলো । জলেই দিলো ভাসিয়ে

দাসীটি তার দেহাবরণ, তাকেও এখন বহুধা
অনন্যোপায় হ'তেই হবে । হায় সামান্য মানবী,
রোদনসুখ নিয়তি তোর ! মুখের তবে কী ছবি
টাঙিয়েছিলি পূজার ছলে মিটাতে তাঁর ও ক্ষুধা ?

২ : লখীন্দর

কে তুই সজলাক্ষী নারী ভাসিয়া যাস মান্দাসে ?
বালুর বাধা ভেঙে অগাধ উঠছে জলের ভ্রূকুটি
—তুই প্রকৃতির উর্ধ্বে যাবি ! একটি অথবা দু-টি
পলকপাতে প্রপঞ্চ তোর পড়বে নুয়ে চারপাশে !

অথচ ওই দেহের ভিতর নয়ন-দুটি অন্ধ না ;
বিস্মৃতি কি মৃত্যু আমার, পরাভবের গ্লানি ? এ
মৃতশরীর নদীর জলে ভাসায়ে তুই যা গৃহে ;
ফিরায়ে নে পূজা, প্রণয়, বিষাদস্নিগ্ধ বন্দনা ।

৩ : পতন হোক

আজ আর কোনো দুঃখ নেই, সুখও নেই ; রজনী
এভাবে যায়। হাওয়াবিহীন ভেসে-চলার নিয়তি
আমাকে নেয়, তোমাকে নেয়। ইহার বেশি কী ক্ষতি
এক মানবীর সাধ্য ছিলো! আলোয় যাকে খোঁজো নি

কেমন ক'রে চিনবে তাকে চিহ্নহীন তিমিরে ?
পতন, তবে পতন হোক , আমার বহুকামিতা
ধারণ করো একাই তোমার শরীর পেতে, আমি তার
মেদিনীরূপ বিপুলতার হারিয়ে যাবো গভীরে।

শব্দের প্রান্তরে

নির্বাসন দিয়ে তারা চ'লে গিয়েছিলো, এই প্রস্ফুট বেদনা
বড়ো বেশি স্পষ্টতার, যদিও তীক্ষ্ণতা নেই, শব্দের প্রান্তর
নিঃসীম দাঁড়িয়ে আছে শব্দহীন জ্যোৎস্নাময়, নিষ্ক্রিয় অভ্যাসে
নির্দ্বিধায় এতদিন হত্যা ক'রে গেছি, আজ প্রান্তরে দাঁড়িয়ে
বোঝা যায় হত্যা ক'রে হত্যা ক'রে হত্যা ক'রে হত্যা ক'রে ক'রে
একদিন শূন্যতার মুখোমুখি হ'তে হয়, আমার নখর
আজ ধারহীন শ্বেত, হলুদ দুর্বল দাঁত, চোখের কৃপাণ
অত্যন্ত বিমর্ষভাবে নত হ'য়ে আছে, আর এমন সুযোগে
উড়ে আসে পতঙ্গেরা, পতঙ্গের জাতিগোত্র, প্রতিশোধপ্রিয়,
কী বিষ এনেছে অঙ্গে, তবে আরো দীর্ঘ হবে প্রাচীন যন্ত্রণা !

আবাহনে জেগে উঠবে

নিষিদ্ধ আনন্দের জন্য এখনো একটা দুর্বলতা র'য়ে গেলো
মাঝরাতে নগরের পথে যখন ঈশ্বরের পরিক্রমা শুরু হয়
তখন বেশ্যার দরোজায় ভিড়
মদের দোকানের সামনে হল্লোড়
'অর্থ ছাড়া আনন্দ কেনা যায় না' ব'লে চ'ৎকার ক'রে ওঠে
নেশাখোর মানুষের দল
আর আমারো মনে প'ড়ে যায় বয়ঃসন্ধির অভিযানস্মৃতি
পাগলা মোষের মতো জলে নেমে গিয়েছে শরীর
ডাঁশ ও বানমাছের কামড়ে রক্তাক্ত, তবু
ফিরতে পারি নি আমি
আরো মনে পড়ে সেই প্রিয় খেলা—পকেট থেকে
প্রজাপতি উড়িয়ে দেওয়া—তারা স্বপ্নের সেই আলোকিত প্রাসাদে
ঢুকে যাবেই
হাবসী খোজার উত্তোলিত কৃপাণ
মশালের কম্পমান আলো
প্রাচ্যদেশীয় উদ্ভট সমস্ত সংস্কার-সাধনা—
তবু ফাঁকফোকর দিয়ে তারা উড়ে যাবেই, তারা উড়ে গিয়েছে

আর আজ, এত রাতে
নিজের শবদেহের উপরে বসেছে যে তান্ত্রিক সাধক
তাকে আমি চিনি
নিষেধ ও সিদ্ধির মাঝখানে টলমল করছে তার অস্তিত্ব
তার প্রত্যঙ্গগুলি পৃথিবী-পর্যটনে বের হয়েছে
কবে সেই অন্ধকার থেকে সে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে আসবে
তার হাত-পা
জীবন্ত হবে শবদেহ, স্বচ্ছ দুই নয়ন মেলে
সে জেগে উঠবে নিজেরই মন্ত্রের আবাহনে।

সমস্ত জীবন শুধু যোগাযোগ মনে হয়

আর কতদূর গিয়ে একা হবো ব'লে দাও, নৈশ জানালায়
জ্যোৎস্না যেন স্থির জেব্রা, আমি একা শুয়ে থাকি, এ মুহূর্তে কোনো
স্বজনের মুখচ্ছবি মনেও পড়ে না, শুধু মনে পড়ে দেহ
একদিন গিয়েছিলো ডুবে গিয়েছিলো ওই ঘুমময় জলে
—স্বচ্ছ অতলান্ত জল, স্তিমিত স্ফটিকপ্রভ—নক্ষত্রের আলো
আমাকে জাগিয়েছিলো শরীরের প্রান্তদেশে, এই উদ্‌ভাসন
ধর্মমন্দিরের মতো আবার উৎসবশেষে আমাকে বিজন
ক'রে গেছে। তাই আজ এ নিশীথে টের পাই চাপ, গাঢ় চাপ
ফুটেছে সর্বাঙ্গে যেন বিষফুল, প'ড়ে আছে নিস্তব্ধ মিনার
ভগ্নউরু, শীর্ষহীন। খৃস্টান সাধুর হাসি ভেসে আসে স্রোতে :
এ কোন গাধাকে আমি লালন করেছি স্নেহে, কৃতজ্ঞতাহীন
ও আমাকে অন্ধকারে চিরবিষণ্ণতা দেবে, একাকিত্ব দেবে।
সমস্ত জীবন শুধু যোগাযোগ মনে হয় এ মুহূর্তে, আর
সব সেতু ছিন্ন ক'রে অনায়াসে চ'লে যান নির্মম ঈশ্বর।

পূজা

শ্বেত প্রস্তরের ওই মর্মর ঊরুর নিচে হাঁটু গেড়ে বসো
কে আদিম পুরোহিত ? চতুর্দিকে ঘণ্টাধ্বনি চন্দনসুবাস
এই অলৌকিক স্তুতি পূজার মতন পূতপবিত্র করেছে ;
চাঁদ থেকে জ্যোৎস্না নামে, তরল সন্ধানী শাদা সরীসৃপ-আলো
জিহ্বাগ্রে বিধৌত করে দেহান্তপ্রদেশ, তাই আজ রাতে বড়ো
মায়াময় মনে হয় পঞ্চাশদশকদষ্ট 'ঈশ্বরী' শব্দটি ;
শব্দের নিকটে আর বেশি কিছু দাবি নেই, এই দেবালয়ে
ঈশ্বরী ও পুরোহিত পরস্পর বিনিময় করে চোখ, ঠোঁট,
অঙ্গুলি এবং দেহ ; তারপর এই পূজা সাঙ্গ হ'য়ে গেলে
চরাচর ব্যেপে নামে গভীর প্রগাঢ় শান্তি, আর পুরোহিত
চোখের পাতায় দূরমনস্কতা স্বপ্ন রেখে ঘুমে ঢ'লে পড়ে,
সে শুধু বোঝে নি কত ক্ষয় হয়েছিলো তার মাংসে ও পাথরে।

শ্মশানযাত্রা

তাকে নিয়ে যাওয়া হলো চন্দনচর্চিত দেহ, শিয়রে মশাল।
বিকৃত ধ্বনির মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি কিছু কৃতজ্ঞতা আর অসম্মান
একাকার হ'য়ে তাকে টেনে নিলো স্মৃতিহীন অগ্নির ভিতরে।
কিছু দূরে গোল হ'য়ে ব'সে ছিলো তার পারত্রিক সঙ্গিদল,
মৃত্যুর শরীর দেখে মগ্ন হ'য়ে ছিলো তারা মদের বোতলে।
এদিকে বিপুল জিভ ততক্ষণে গ্রাস করে মৌলিক প্রতিভা,
অতৃপ্ত বাসনারাশি হাওয়ায় ছড়িয়ে যায় ভস্মের মতন
সে মৃতের। তার পরে নতস্কন্ধ বাহকেরা ফিরিয়েছে মুখ,
ভস্মমুখরতা এই আয়ের তীর্থের কাছে তারা কোনো
উত্তর পাবে না।

শিল্পের স্বপক্ষে

শিশুর মতন খুব অভিমানে শুয়ে ছিলো ওখানে হৃদয় ;
তাকে অনাদরে রেখে এইভাবে চ'লে গেছে প্রিয় স্বপ্নগুলি,
শিশুর যৌনতা নিয়ে খেলা ক'রে কিছুকাল যেরকম যায়
সকল ফুরিয়ে গেলে প্রথম মানবী মাতা নিভৃত আড়ালে ,
তবু চোখ কাকে চাও, পৃথিবী জীবন নারী সফলতা নয়,
সুউচ্চ শিখর থেকে নেমে এসো কেলাসিত দুঃখের উৎসবে ;
আমি সব কিছু বুঝি, তবু একবার রূঢ় উদাসীনতায়
পেতে চাই তোমাকেই দুঃস্বপ্নজাগ্রত চোখ, একবার দ্যাখো
শিশুর মতন খুব অভিমানে শুয়ে আছে ওখানে হৃদয়,
ওই ভাবাবেগ থেকে ছিন্ন ক'রে নিয়ে যাও নিজেকে এখনি ।

শব্দের সায়কে তবু

ঘুমের তিমির হ্রদ থেকে দূরে জেগে থাকে নীলাভ নয়ন ,
হে মোর একাকী আত্মা, কাকে কতটুকু চাও ? এই তো গভীর
প্রশান্ত রজনী এলো, তোমার বিনম্র ভিক্ষা এইবার বলো।
জানি না কে আমি কোন অন্তহীন অন্ধকারে জেগে আছি একা,
জানি না কী উৎস হ'তে এসেছি পথিক আমি, কোন দিকে যাবো !
এখন এ মধ্যযামে শহর ঘুমিয়ে আছে আলোকমালায়,
শব্দের সায়কে তবু দূর হ'তে এসে লাগে আদিবাসীদের
আদিম জীবনধারা, নাচ ও প্রার্থনাভঙ্গি, জন্ম ও মরণ।
কী দেবো তোমাকে আমি, নাও এ দক্ষিণ হাত, প্রণাম, অঞ্জলি,
দিনযাপনের এই তিমিরসম্পাত থেকে তুলে নিয়ে যাও
অদ্ভুত আনন্দ, শান্তি, অস্তিত্বের অন্ন, প্রেম, বিশ্বাসের মায়া ;
গগ্যাঁর ছবির থেকে মৌলিক প্রশ্নগুলি জীবনের কাছে
ফিরে আসে, বীতনিদ্র নীল চোখ জ্বলে থাকে করুণকোমল।

জ্বলন্ত মুহূর্তগুলি

জ্বলন্ত মুহূর্তগুলি উড়িয়েছি সাবলীল খদ্যোৎপ্রবাহে ;
করাঙ্গুলি থেকে যদি এইভাবে ঝ'রে গেছে অর্জিত সম্বল
বিষাদ দেখাবো তবে কাকে আমি ? দীর্ঘ সিঁথি, ললিত ললাট
নীল আততায়ী ব'লে চিনেছিলো, সে-ই প্রেম, নষ্ট পূজা তার
চ্যুত পল্লবের মতো ঝ'রে প'ড়ে গেছে কোনো গোপন গহ্বরে ;
আমারও নিয়তি জুড়ে আকাশপ্রলম্ব মেঘ ধূম পত্ররাশি
পতঙ্গেরা নৃত্য করে : কী রকম শাস্তি পাবো তবে এ আশ্রমে ?
সমস্তই দায় হয়—নয়ন নাসিকা জিহ্বা ত্বক লিঙ্গমূল
জড়ায়, বিযুক্ত হয়, অকস্মাৎ অলৌকিক ঘণ্টা দূরে বাজে
শাণিত, সতর্ক ; ছিন্ন ক'রে দিয়ে যায় সব মায়ার নির্মাণ ,
জ্বলন্ত মুহূর্তগুলি ওড়ে, যেন উড়ে যায় খদ্যোৎপ্রবাহে ।

অপালা

অক্ষত ফিরেছে দীন কেশোদ্গমহীন অঙ্গ, ক্রন্দনকরুণ ;
শৈবালপ্রকীর্ণ হ্রদ ছায়া ফেলে নয়নের আকাঙ্ক্ষাধারায়,
রঙিন বলিষ্ঠ মাছ স্পর্শাতীতভাবে ঘোরে জলের গভীরে ;
নিঃশব্দে যে আসে তার কোনো অভ্যর্থনা নেই, কী ক'রে সে পাবে
আক্রমণশীল বাহু, অত্যন্ত নিষ্ঠুর দাঁত, শস্যের প্রহার ?
সন্তানের পরিবর্তে অদ্ভুত বেদনারাশি গর্ভে উঠে আসে :
ফসলবিস্তীর্ণ দেশে নিয়ে যাও উদ্ভিদের উজ্জ্বল দেবতা
ওকে তুমি, পান করো অধরশীকর, ওকে দাও যৌনকেশ,
বিরাট প্রস্ফুট স্তন, ওকে তুমি হিংস্রভাবে নির্যাতিত করো ;
ও যদি ঐশ্বর্যে ফেরে, মেঘ হবে, তারপরে বৃষ্টিপাতও হবে,
সীতাচিহ্নে ভ'রে যাবে তৃণহীন শস্যহীন কামার্তা মেদিনী ।

শব্দের চণ্ডাল

নির্লিপ্ত ফিরেছো তুমি ত্রিরূপে বুঝি নি তাই ষড়ৈশ্বর্যবতী
পীত প্ররোচনা ফেলে কোথায় মেলেছো তুমি ভগবতী তনু
আমার কবিত্ব নেই স্পর্শাতীত অঙ্গ ছিঁড়ে অক্ষর সাজাতে
পারি না যেমন ওরা বিষকীট ছেড়ে দেয় মধুতে, অরণি
সহজে সংলগ্ন করে উর্বশী ও পুরুরবা, তৃপ্ত মুখে ওরা
সাফল্যে কবিতা লেখে আমার আকণ্ঠ বিষে গলা জ্বলে শুধু
ওদের কারুর সঙ্গে আলোকিত সন্ধ্যাপথে রূপবতী নারী
যদি যায় হিংসা নামে একেবারে চোখ থেকে উপস্থ অবধি
কিছুই জানো না আমি দশ নখে ছিন্ন করি কবিতা কাগজ
তোমার কৌমার্যে আমি আততায়ী ছুঁড়ে দিই উচ্ছ্রিত লেখনী
অক্ষম অথচ দৃঢ়, কান্নাকীর্তনিয়া রাত শেষ হ'লে বুঝি
অভ্যাসে স্থিরতা আসে, শরীর বিনাশ করি, আমি ব্রাহ্মণের
আত্মায় চাঁড়ালমুণ্ড ধ্বস্ত দেহে দাঁড়িয়েছি শবের শয়নে
ওই মৃত মূর্তি দেখে এখন নয়ন আর ফেরাবো না ভীরু।

অদ্ভুত পুতুলগুলি

একমাত্র কুষ্ঠ হ'লে বোঝা যায় আমরাও নির্বাণ চেয়েছি ;
কোন উৎস থেকে এই স্রোতোধারা ব'য়ে আসে, দেহচিহ্নগুলি
কতদূরে লুপ্ত হবে ? তাই নির্বাসন এই দূরত্বের দ্বীপে,
মনুষ্যমণ্ডল থেকে আরো গভীরতাদূর, যেখানে শৈবাল
সবুজ সন্ত্রাস তার সযত্নে বিস্তৃত করে, আঙুলের ফাঁকে
সহজ মাংসের স্রোত গ'লে যায়, কেউ নেই, একটি যুবতী
দূরের শুশ্রূষা দেয়। মৃত্যুর আগের লয়ে প্রবল মুঠিতে
কেঁপে ওঠে দৃঢ় দণ্ড, শিল্পীর আগ্রাসী তুলি ঘুরে যায়, ঘোরে
একই নির্গমছিদ্রে পরস্পর যুদ্ধশীল ঋণ আর ঘৃণা ;
জীবন প্রজন্ম মৃত্যু অবাস্তব মনে হয়, কারা তবে এই
অদ্ভুত পুতুলগুলি, অর্ধোলঙ্গ, প্রায়োন্মাদ ? আত্মসমর্পণে
কোন মায়াময় লোকে শেষ হবে অতঃপর নির্বাণের কাল ?

পশুরা

চারদিকে উত্তেজক আলো এবং রুদ্ধশ্বাস বাজনা
তার মধ্যে খেলা দেখাচ্ছে সার্কাসরমণী
পেলব তনুশ্রী ঘিরে মুখব্যাদান করছে তিনটি হিংস্র পশু
তাদের উজ্জ্বল চামড়ায় এবং চোখের মণিতে এসে ঠিকরে পড়ছে
তির্যক আলো
সহস্র চোখের চুম্বকের মধ্যে খেলা দেখাচ্ছে লাস্যময়ী সার্কাসরমণী
এরকম অসহনীয় সুন্দর এই অ্যাম্ফিথিয়েটারের দৃশ্য

এই অনন্ত মুহূর্তহীনতা থেকে আমি চোখ ফেরালাম
ছায়াচিত্রময় চেতনার অতীতে
জন্তুর দাঁতে ও নখরে কবে আমরা বিসর্জন দিয়ে এসেছি
রক্ত ও মাংসের স্থূল অনুষঙ্গ, তবু
সেই ছুপ্ত পরিচয়লিপি হঠাৎ বিপর্যস্ত করলো আমার অন্বেষণ
মনে পড়ে আমিও একদিন যাত্রা শুরু করেছিলাম
আরণ্যক পরিমণ্ডল থেকে
মৃগয়ার অরণ্যে আহার্যের মতো সঞ্চিত ছিলো
মাংস ও ফল,
পর্যায়ক্রমে অপরিপক্ক, সুস্বাদু ও পচনশীল—
সমস্ত রকমের শাশ্বত ভবিতব্যকে অমান্য করেছে মানুষ
তার দেবতাকে দিয়েছে নিজের প্রতিকৃতি
আর নিজের চরিত্রে আরোপ করেছে দেবতার মহত্ত্ব

পশুবাহিনীর পিঠে চ'ড়ে ভ্রমণ করেছিলো ধার্মিক তীর্থযাত্রিদল
দীর্ঘ ভ্রমণকালে তারা জানতেও পারে নি
পশুর পেটের অন্ত্রে জড়িয়ে থেকেছে তাদের
লোভ ও কামনার সারাৎসার
পথে সরাইখানায় অথবা তাঁবুতে তারা হল্লা করেছে
কিন্তু পৌঁছতে পারে নি সেই অলৌকিক পুণ্যের শহরে
শুধু হতাশ নয়নে তারা তাকিয়ে দেখেছে
ছিন্নমুণ্ড ঘাতকের নিশ্চল ও কঠিন মুখরেখা

প্রত্যেক মানুষকে সেখানে ব'য়ে আনতে হবে নিজের মৃত্যুবার্তা

এই দীর্ঘ অসফল আন্দোলনের পর
অন্ধকারের মধ্যে প'ড়ে থাকে কতগুলো মৃতদেহ
অনন্ত পিতৃত্বের পুত্র আমি
নিজের প্রতি আমি কোনো অবিচার করবো না
অভিযোজনহীন বিবর্তনহীন যে অতিকায় পশু
ভক্ষণ করছে মানবসভ্যতাকে
সে-ই আবার তাকে প্রসব ক'রে দিচ্ছে
প্যারিসের হোটেলে, জুলু উপত্যকায়, ভারতীয় জনপদে

আমার সম্মোহন ভাঙবার আগেই
সার্কাসরমণী তার খেলা শেষ করেছে।

কবিতার বিপক্ষে

কিছুটা উচ্চাশা আর কিছুটা প্রতিশোধস্পৃহায়
বেদেটির দিকে বন্দুক তুললাম আমি
কেন না একজন নোংরা বেদের পাশে একটি ছিমছাম বাড়ি ও
একটি সুন্দরী নারীর কথা
কে আর কবে ভাবতে পেরেছে !
রুশোর ছবি অথবা লোরকার কবিতা—জানি না সে
এসেছিলো কোথা থেকে,
না কি সে আমাদের দেশীয় কাকমারাদের একটি পরিক্রুত সংস্করণ !
আমি তাকে অভ্যর্থনা জানাই নি, আগ্রহ দেখাই নি তার
তুকতাক ভোজবাজিতে
তবু সে মিশে গেলো আমার ছায়ার সঙ্গে, কেড়ে নিলো আমার
স্বচ্ছন্দ জীবন
ঝুলির ভিতর থেকে একরাশ শব্দ ও অক্ষর তুলে নিয়ে সে
ছুঁড়ে দিয়েছিলো আমার চোখের সামনে
আমি খুচরো পয়সা ভুল ক'রে যেই কুড়োতে গেছি, অমনি
হেসে উঠেছে দর্শকজন—বালিকা এবং বুড়ো—
এভাবেই পথ চলতে-চলতে একদিন বিরক্ত হ'য়ে উঠলাম আমি
বর্ষার গাঢ় রাত্রি, আর আমি ঘুমন্ত বেদেটির দিকে
বন্দুক তুললাম সতর্কতায়
কেন না জানি পরদিন সংবাদপত্রে ছাপা হবে
ও আমার শরীরের কারাপ্রাচীর ভাঙতে চেয়েছিলো

এবং তারপর থেকে কবিতা না লিখে বেশ ভালোই ছিলাম।

আনোয়ার মণ্ডলের জীবনদর্শন

আনোয়ার মণ্ডলের শান্ত মুখ জেগে থাকে হিমে, মাঝরাতে ;
উত্তরদুয়ারী ঘর, খোলা দ্বারপথ বেয়ে নীল ধ্রুবতারা
অতিক্রান্ত যৌবনের গল্প ব'লে যায় তার, আর সে-ও শোনে,
অধুনা অথর্ব বৃদ্ধ, কুঞ্চিত চোখের চামড়া, ন্যুব্জ পৃষ্ঠদেশ।

আনোয়ার মণ্ডলের জীবনের দর্শনে কোথাও ছিলো না
কোনোরূপ জটিলতা, ছিলো না কোথাও কোনো নম্র আলোড়ন
বন্য বরাহের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে ক'রে শস্য ফলিয়েছে,
রাত্রে গায়ের জোরে অনিচ্ছুক স্ত্রীর জমি নিয়েছে দখল।

আজ তার পুত্র প'ড়ে থাকে ওই অন্ধকার দিশির দোকানে,
পরপুরুষের সঙ্গে পুত্রবধূ সন্ধ্যাকালে কাশবনে যায় ;
শূন্য মাঠ খা-খা ক'রে প'ড়ে থাকে সামনে তার দিগন্তবিস্তৃত,
আনোয়ার মণ্ডলের লোমহীন বুকে দীর্ঘ নলকূপ নেই।

তাই বুড়ো মাঝরাতে উঠে পড়ে স্বপ্নে-পাওয়া লোকের মতন ;
মাটির গভীর ক্ষীর দুই হাতে তুলে নিয়ে শোঁকে, মুখে মাখে,
বহু যুগ ভেদ ক'রে যেন তার কানে আসে আশ্লেষের সুর,
তার পরে অন্ধকার, বড়ো বেশি অন্ধকার, হিম, অন্ধকার—

আম্রপালী

জ্ব'লে ওঠে অন্তর্দাহী বৈশালীর নক্ষত্রখচিত
আকাশ, আমার ঘরে অজস্র অতিথি আসে পরিচয়হীন
অলজ্জ দর্পণে পড়ে অনচ্ছ শ্যাওলার ছায়া, মুখ
মুখের বিবরে লুপ্ত, অনিচ্ছায় উন্মীলিত চোখ
দেবতার পুজা থেকে চ্যুত হ'য়ে স'রে এসে আমি
মুগ্ধজনতার সেবাদাসী এক আরাধ্য পুতুল
সমস্ত দিবস ধ'রে গৃহকোণে ছোটোখাটো সুখ
গ'ড়ে তুলি, মুছে ফেলি আহ্লাদের ক্লেদ
নাগরিক প্রেমিকেরা কামার্ত অঞ্জলিপুটে যে-সব অভ্যস্ত উপহার
রেখে যায়
আর তাই রাত্রি আসে প্রতিদিন প্রবাদপ্রতিম এক পাহাড়ি শকুন
লক্ষ নখে নির্যাতনে সাজায় আরতি

এই সাম্যবাদী রাজ্যে অমিত লাবণ্য কারো একা ভোগ্য নয়
লিচ্ছবির সংসদ সমাজতন্ত্রের নামে নির্ধারিত ক'রে দিলো
আমার নিয়তি
পিতা গৃহে ফিরলেন, জ্বলন্ত চোয়ালে
বিকেলের শেষ আলো করুণ মায়ার মতো লগ্ন হ'য়ে ছিলো
তিনিও তাদেরই একজন—
তাই তিনি অঙ্গুলির কল্যাণসঙ্কেতে
শুকুর শরীর তাঁর সাজালেন বল্কলে পেখমে
গৃহস্থ-জীবন থেকে বহু দূরে আমার প্রতিভা
তুচ্ছ প্রথাসিদ্ধতার আয়তন ভেঙে ফেলে আত্মঘাতী হলে
এমন কী পাপ করবার কোনো উপায়ও থাকবে না
রমণীর সন্তানপ্রসবেও থাকবে না সম্মত শুদ্ধতা

সেই থেকে আমি আছি প্রভু
বিলাসে বাসনে লাস্যে অগভিনী শাশ্বতী প্রেমিকা
কতবার বায়ুধর্ম ভিন্ন হলো সুখে শ্রমে বর্ণার ঝলকে

শায়িত রূপের স্তূপ থেকে ভেসে গেলো কতবার
ধ্বস্ত মৃতদেহ
এখানে সবাই এসে সমাজসংঘাত ভুলে একা হ'য়ে যায়
রাজা শ্রেষ্ঠী অমাত্য শ্রমণ
সকলেই ব্যতিব্যস্ত, দূরের জাহাজযাত্রী যেন ভিনদেশী
সতর্ক বণিক, যেন আনন্দের শেষ কড়ি ব্যয় হ'য়ে গেলে
ফিরে যাবে স্বাভাবিক গৃহিণীর একান্ত সংসারে
এমন কী রাজা বিম্বিসার
শুনেছি মগধে তাঁর ভরা অন্তঃপুর আর পুত্রও বয়সে তরুণ
শুধুই আমার
দ্বিতীয় ভুবন নেই, তাই এই চৌচির পাতালে
গান গাই নাচি ছবি আঁকি কাব্যপাঠ করি রূপচর্চা করি
পবিত্র পালিতে কত প্রেমময় লিপি লিখে ছিঁড়ে ফেলি রোজ
সবার প্রেমিকা আমি, আমার প্রেমিক কেউ নয়।

এর চেয়ে ভালো ছিলো দ্রাবিড় ভারতবর্ষে প্রস্তরলিঙ্গের উপাসনা
আমার দেবতাহীন দিন কাটে, ঋতু আসে আমার বাগানে
গজায় নবীন পাতা, ফোটে ফুল, সেই ফুল ছিঁড়ে নিয়ে যায়
পুষ্পদস্যুদল, তারা ফলপ্রার্থী নয়
ভ্রূণভবিষ্যের কোনো সম্ভাবনা পরিজন রাখে নি জীবনে
তবুও অতিথিহীন বৃষ্টিময় নিঃসঙ্গ নিশায়
একটি লুকিয়ে-রাখা কালো ফুল গন্ধে তার ঢেলে দেয় বিষ
হা-হা ক'রে ডেকে ওঠে হতাশ্বাস হাওয়া
আমি মুছে ফেলি অঙ্গরাগ চন্দনপ্রলেপ
ফুলসাজ ছিঁড়ে ফেলি ফুৎকারে নেভাই প্রদীপ
বীভৎস আনন্দে আমি কুৎসিত হ'তে চাই
দশ নখে ক্ষত করি মুখ
তারপর ঝড় থেমে গেলে
আবার সকাল আসে শান্ত মেধাবী আলো নিয়ে।

আজ তুমি ঋত্বিক তাপস

রাজার আমন্ত্রণ দূরে ঠেলে গণিকার ডাকে চ'লে এলে
নবীন অতিথি তুমি, অন্যদের মতো প্রাণী নও
নিজের রূপসী স্ত্রী ও সন্তানকে অবহেলাভরে
ছেড়ে এসে আজ যদি পৃথিবীর ত্রিতাপের ভার
নিয়েছো, আমারো তাপ সমস্ত শরীর ভ'রে তুলে নাও তুমি
কী আতিথ্য নেবে বলো শারীরিক আমার বাগানে
কোন পাখির গান শুনবে, কোন ফুলের নেবে তুমি ঘ্রাণ
বহুপরিচর্যামান ফুলের শরীরে
একবার ফেলে দাও অতিসরলীকৃত অসরল মানবসমাজ।

আতিথ্য নাও

মাংস কামড়ে রইলো কাছিম দু-চোখ বুজে, আর ভিতরে
নিমগ্নতার ঝরছে মধু, কিংবা রক্ত ? পাথরলিঙ্গ
জলের তোড়ে গড়িয়ে নামছে, ওই তো মুনি ঋষ্যশৃঙ্গ
আটকে আছেন দুই পাহাড়ের জ্বালামুখের ফাঁক-ফোকরে।

এবার আমরা নিই নি দলে সংসারী লোক কিংবা নারী
—আমিষপ্রবণ যক্ষিণী সব—মরীচিকায় গাছের সারি
দিঘির জলে লোভের মতন কাঁপছে দেখে চেঁচিয়ে উঠি
আতিথ্য নাও দস্যু আমার, হিংস্র ক্ষুধায় ভরাও মুঠি।

রাহাজানির গল্প শুনে সাঁঝের বেলা ধর্মশালায়
তীর্থযাত্রী আমরা সবাই সেঁধিয়ে গেছি, আর বুড়োরা
রোরুদ্যমান, দীর্ঘায়ু চায়, কুব্জ পিঠের নশ্বরতায়
আর কী বেশি চাওয়ার ছিলো, ইচ্ছা যখন খঞ্জ ঘোড়া ?

স্খলিত মুখ, বিষাদ আমার নিষাদ নামলো মুখোশ ফুঁড়ে,
অমনি কাছে অমনি দূরে দুলে উঠলো গৃহস্থালি,
একটি-দুটি পলকপাতে সংসার তার পাখ-পাখালি
ওড়ায় যখন, উলটো কাছিম হাত-পা ছোঁড়ে আকাশ জুড়ে।

মাদারিহাট ট্যুরিস্ট বাংলোয় এক রাত্রি

জনারণ্য পেরিয়ে এলাম, এ জঙ্গলেও মানুষ থাকে !
কিংবা মানুষজনের জন্ত নির্মিত নীল দুর্বিপাকে
শৈলিত বক্তৃতার আরাম
আঁচড়ে-কামড়ে বাঁচার মতন ঘৃণায় দুঃখে মরার মতন
ব্যাকুলতা ভুলবো ক্ষণেক, অন্তত তাই ভেবেছিলাম ।

খুব প্রসন্ন নয় সে অতীত, তীব্র অপমানের স্মৃতি
আটকাতে বাঁধ কসকা গেরো মেঘ ফেটেছে এক-শো তেরো
মাদারিহাট লজের মাথায়
চাঁদের মধু গাছের পাতায় গড়িয়ে নামছে কামের আঠা
এমন দৃশ্য দেখতে দেখতে বিনিময়ের আদিম রীতি
ভাবতে-ভাবতে অতীতে যাই বিহ্বলতায় দু-চোখ আঁটা
কালো ঢেউয়ের মাদারিহাট, একলা যুবক বড়োই একা
নেমেছি এই সন্ধেবেলায়, ঋষির মতন বৃক্ষেরা সব
ধ্যানের মধ্যে চমকে ওঠে—ওই শোনা যায় তীক্ষ্ণ কেকা
বনময়ূরের পাখায় ঢাকে শিশুগাছের লটকানো চাঁদ ।

বর্ষাকালে নামছে ভুটান পাহাড় থেকে পালে পালে
বন্য হাতি—বৃংহিত সেই কোলাহলের ঘোলাটে জের
ছড়িয়ে যাচ্ছে চরাচরে মেঘের মায়ায় গাছের ছালে
হয় তো গহান জ্যোৎস্নারাতে গণ্ডারদের যুবতীদের
গায়ের বর্ম ছিন্ন হলো প্রবল চাপে আর আহ্লাদে
সুখেও তারা এমন কাঁদে ! এবং কোনো একা হরিণ
রূপের গর্বে মাতাল হ'য়ে বাঘিনীরও শুধছিলো ঋণ ?

নিস্তরঙ্গ জীবন বুকে অতীন্দ্রিয় জাগলো তুফান
সুসভ্যতার অন্ধকূপে বন্দী প্রাণের প্রার্থনাগান
হাওয়ায় ওড়াই শিমুল তুলো, ঘুম আসে না, স্বেচ্ছাচারী
জীবন আমার ভাঙতে পারি ! ভাবতে ভাবতে মধ্যযামে

মাদারিহাট ট্যুরিস্ট লজের চোখের পাতায় শিশির নামে।

আলোছায়ার জাফরি-কাটা ব্যালকনিতে দখিন-খোলা
হঠাৎ লাগে নাগরদোলা
দুইখানি বাঘ লাফিয়ে নামে, একটি পুরুষ অন্য নারী
আমায় ঘুরে দর্পিত সেই পুরুষ হাসে কৃপার হাসি
আর বাঘিনীর ডুরে শাড়ির আঁচল ওড়ে আমার মুখে
একটি ফোঁটা গরম লালা ঝরলো যেন তরল সুখে
আর তখনই শিউরে জাগি
এমন দুর্বলতায় আমি আর হবো না অংশভাগী
কল্পতরু বন্দুকে হাত, হঠাৎ দিলাম ট্রিগার টেনে
বাঘিনীটির ভ্রূ-মধ্যে টিপ
কপাল জুড়ে রক্তগঙ্গা, সিঁদুর গড়ায়, সঙ্গী পুরুষ
ত্রস্ত লাফে দৌড়ে পালায় গভীর বনের দূর গহনে।

এই শিকারের গোপন খবর জানবে না আর কেউ কোনোদিন
সাক্ষী রইলো নিথর ময়ূর, ঘর-পালানো একলা হরিণ।

প্রত্যাবর্তন

আবার ফিরেছি যদি, দেখা হবে স্বেদে প্রেমে ক্লেদে মহিমায়
মৎস্যদের শোভাযাত্রা একাকী মানুষটিকে সম্পূর্ণ বিহ্বল
করেছে—চন্দ্রমা এই দূরত্বকে জলাশয় ব'লে ভ্রম হয়
জলের নিকটে এসে প্রতিবিম্বহীন বসি, রক্তাক্ত অসুখে
যেরকম লঘুপক্ষ হ'য়ে উড়ে যায় সব আশা ও কল্পনা
আমিও বুঝেছি শেষে আড়ম্বরশূন্যতায় নিশীথ-অতিথি
এসেছি তোমার দ্বারে নির্বাপিত অক্ষিদীপ, দেহস্থ কুসুম
ঝ'রে প'ড়ে গেছে পথে কলঙ্কে ও পঙ্কে, হায়, তবু একদিন
আলোকনৃত্যের মধ্যে সাঙ্গ হয়েছিলো পূজা, সেই স্মৃতি নিয়ে
অন্ধ দেহ খঞ্জ মন হাত-ধরাধরি ক'রে রয়েছে দাঁড়িয়ে।

টান পড়েছে

নয়ন খুলে রেখেছিলাম, পাথরবাটির জল,
এমন সময় টানলি কেন অন্তিম সম্বল !
ভেবেছিলাম কঠোর হবো, তিমিরান্তকতায়
মলিন হবে কমণ্ডলু, লজ্জিত বল্কল !

স্থির সলিলে সূর্যগ্রহণ দেখার প্রবীণ প্রথা
মানা-ই তবে ভালো ছিলো, প্রস্তুতিহীনতা
অপ্রতিভ করলো আমায়, অমনি দুটি কাকে
ব্যথার নামে ঠুকরে খেলো সকল পবিত্রতা।

সকল ঘৃণা উজাড় ক'রে দেবো এবার কাকে ?
টান পড়েছে মাংসে আমার, কুসুমে ছত্রাকে,
ঘৃণার আয়ুধ হারিয়ে গেছে উলঙ্গ জঙ্গলে
হারিয়ে গেছে পর্ণবিহীন সেগুনগাছের ফাঁকে।

অতর্কিতে টান পড়েছে অন্তিম সম্বলে,
নয়ন তখন ভিজছিলো ওই পাথরবাটির জলে ;
রোদনমুখর আত্মা আমার অশ্রুপাতের ছলে
কত করুণ ঘাতক হবে সেই পাপে, কৌশলে !

অননুশোচনা

ভয় দেখাবার ছলে মুখচ্ছদ ছিঁড়ে ফেলি, ক্ষত
সারা মুখময় জ্বলে, জাগাড়ের শায়িত মহিষ
অযুত খ-দীপ দেহে জ্বেলে যেন শৃগালকে ডাকে
অথচ শৃগালমুখ পাপলিপ্ত কেউ-ই দেখবে না
শান্ত ক্রোড়ে আততায়ী আমি তাই প্রেরণ করেছি
শ্বেত বিষসর্পটিকে ছিদ্রপথে অমোঘ, কুটিল
যথাকালে দ্বার খুলে অসংবৃত বসনে রমণী
আমাকে উদ্ভ্রান্ত দেখে অমিত পাপশয্যা ত্যেজে একা
পুড়িয়েছে স্মৃতিগুলি, বাড়িঘর, স্বপ্নের বিহার

নৌকাপথে দূরদেশ থেকে এলো চন্দনের কাঠ
ততক্ষণে নদীতীর ভ'রে গেছে আত্মীয়কল্লোলে
আর আমি দূর থেকে আড়ালেই ধ্বংস দেখবো ব'লে
গাছের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছি, অমনি মেয়েটির
বিহ্বল হাতের শঙ্খ লুটে নিলো আমার পৌরুষ।

আত্মকথন

হৃৎপিণ্ড থেকে দূরে লিপ্ত হও প্রবৃত্তি আমার
পাপস্খালনের রাতে চূর্ণ করো বুদ্ধিজীবিতার
আত্মতোষ, ভিখারির ছেলেটিকে টুকরে খেয়ে গেছে
গোলদিঘিটির মাছ কাল রাতে, সে আজ সকালে
বিশুদ্ধ শিল্পের প্রতি অনাস্থাপ্রস্তাব নিয়ে লাল
নগ্ন দেহে মুণ্ডহীন রাজপথে দাপিয়ে ফিরেছে
ক্ষমা আমাদের ব্রত, তার চেয়ে আরো নিরাপদ
আত্মকরুণার মতো বর্ষাবাস—তাই বেশ্যাটির
সঙ্গে বাজি রেখে বলি, আজ রাতে বৃষ্টি হয় যদি
সারারাত থেকে যাবো খুনসুটি কিছু করবো না
এর চেয়ে মধ্যবিত্ত নিন্দাভয় দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে
ক'ষে এক লাথি মারি জাতীয়তাবাদের পশ্চাতে
আমার বিধবা পিসি গৌহাটিতে গৃহাগ্নিপীড়িত
আলিপুরদুয়ারের ক্যাম্পে ব'সে খাচ্ছে ঠাণ্ডা ভাত।

আর্নেস্ট হেমিংওয়ের বন্দুক

বন্দুক হাতে নিলেই মাথার ভিতরে ওলোটপালোট হ'য়ে যায়
অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমারেখা
মিসিসিপির অববাহিকায় উড়ে গিয়ে বসে চেনা শহর কলকাতা
গোয়াদেল কুইভার এসে হারিয়ে যায় উত্তরবাংলার গহন বনাঞ্চলে
মাথার ভিতরে বাদামি জেলিমাছটি বমন করে দুখানা বলিষ্ঠ হাত
রোমশ এবং জিঘাংসু সেই হাতের আঙুলগুলি
যেন বিচ্ছুরিত হ'তে চায় দিগন্তের মানচিত্রে
পাথর কুঠার এবং তীরবল্লমের বদলে হাতে উঠে এসেছে বন্দুক
শূন্য চক্ষুকোটরের ভিতর থেকে গুলি বেরিয়ে আসতে থাকে
অজস্র এবং শব্দহীন
এদিকে বমনশ্রমে কাতর জেলিমাছটি কুঁকড়ে মূর্ছিত হ'য়ে পড়তেই
শেষ হ'য়ে যায় সব দংশনজ্বালা।

শঙ্খ এবং শ্যাওলায় জড়িয়ে আছে শঙ্খময় শরীর
যুদ্ধহীন ও উদ্যমহীন অভ্যাসে আমরা সইয়ে নিয়েছি
শিক্ষাব্যবস্থা নির্বাচন রাজনীতি ও পুলিশ
এই নীরক্ত সহিষ্ণুতা আমাদের মহৎ ও উদার করতে-করতে
এমন এক জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছে
যেখানে মাথার উপরে কোনো ছাদ নেই আকাশ নেই
এমন কী শূন্যতার অনুভবও নেই
বিষম ভয়ে নিজেরই শরীরের আশ্রয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে গিয়ে দেখি
সার সার বন্দুক গুহার ভিতর থেকে শুঁড় বাড়িয়ে আছে
প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর মতো তারা শোষণ করছে
আমাদের নিষ্ক্রিয় শরীরের সমস্ত গুল্ম ও গন্ধ

গুহার দেয়ালে চিত্রিত করেছি শিকারের দৃশ্য
বন্য বরাহ ও বাইসনের কাটা মুণ্ড থেকে রক্ত ঝ'রে পড়ছে জিভে
নিচে এক দঙ্গল নারীপুরুষ যৌনতা বিস্মৃত হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে
প্রত্যাশায় কাঁপছে তাদের জিভ

তার পরে আবহমান সময় ধীরে ধীরে গড়িয়ে গেছে
অন্য এক প্রভাত এবং অন্য এক সভ্যতার দিকে
গুহার ভিতরে শব্দ ক'রে জেগে উঠেছে উদ্ভিদ
আর জ্বলন্ত বন্দুকের অসম্ভব লাবণ্যে
মেয়েগুলি গর্ভবতী হ'য়ে ছোটাছুটি করেছে তাদের
নপুংসক স্বামীদের খোঁজে
যেন সামাজিক অনুমোদন ছাড়া ভবিষ্যৎকে প্রসব করার
সাহস তাদের ছিলো না

তাই ঘুরে ফিরে ভাবতে হয় সেই সমুদ্রযাত্রার কথা
একাকী নৌকায় এক বৃদ্ধ জেলে এবং জলেও একটি
করুণাকাতর বৃদ্ধ মাছ
দুঃখবিনিময় করতে-করতে তারা ভেসে চলেছে অনির্দিষ্ট উপকূলে
নানারকম জলজন্তু এসে মনে করিয়ে দিচ্ছে তুচ্ছ জীবনসংগ্রামের কথা
আর সেই মায়াময় নিষ্ঠুরতা দেখতে-দেখতে একজন রাগী মানুষ
সকালবেলায় বাড়ির বারান্দায় ব'সে বন্দুক পরিষ্কার করছেন
অস্ত্রের প্রতি বিদায়-সম্ভাষণ ছিন্ন লিপির মতো উড়ে গেছে
স্পেনের আকাশে
একজন দীর্ঘাঙ্গ যুবক তার প্রেমিকার চোখের হ্যাজেল বাদামে
আলো ফেলে বলছে
তোমার শরীরের গোপন লাল অন্ধকার আমাকে দাও
নইলে এই স্ফীতস্কন্ধ ষাঁড়ের অত রক্ত আমি কী ক'রে সইবো

টান মেরে সুড়ঙ্গজীবনকে এনে ফেলেছি খর রৌদ্রে
ঠিক করেছি প্রেমের অভিনয় এখন কিছুদিন মুলতবি রাখতে হবে
হা-হা শব্দে এগিয়ে আসছে একবিংশ শতাব্দীর সংক্ষিপ্ততম দিনগুলি
যখন জীবনের বদলে মানুষ মগ্ন হ'য়ে থাকবে বন্দুকের জান্তব যৌনতায়
শিশ্নযোনিহীন এক প্রহারের উৎসবে এসে ভেঙে পড়বে
বিমর্ষ পায়রার ডিম কনট্রাসেপটিভ এবং রক্তাক্ত পতাকা
সারা পৃথিবী জুড়ে শুরু হবে বন্দুকের পথপরিক্রমা
সংঘ থেকে সংঘান্তরে যেতে-যেতে বিকল হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়বে মানবমন

বিস্মিত হ'য়ে ক্লান্ত গৃহী মানুষ দেখবে
বন্দুকের বাহুতে আঁকা আফ্রিকান উদ্ভিদের ভিতরে
বিমূর্ত সিংহ-শিকারের দৃশ্য

আসলে যে জীবন আমরা চেয়েছি তার রক্তাক্ত অভিজ্ঞান
বারে বারেই হাত ফসকে পালিয়ে গেছে
দশ নখে ছিঁড়ে খেতে পারি নি মাংসের সবুজ পেশীতন্ত
জলের মাছটির কঙ্কাল উঠে এসেছে সমুদ্রবেলায়
এখন আমরা অনেকদিন বিশ্রাম করবো না
এবং আরো সতর্ক হ'তে হবে আমাদের
নইলে আত্মগ্লানি হয় তো অত্যন্ত সঙ্গোপনে হৃৎপিণ্ডে পুঁতে দেবে
সীসা নামক মৃত্যুবীজ
আর এইভাবে এক ক্লীব অরণ্যে ভ'রে উঠবে
মিসিসিপির অববাহিকা গোয়াদেল-কুইভার এবং
মহামৃত্যাগার কলকাতা
এসো, তবে অস্ত্র পরিষ্কার ক'রে আমরাও তৈরি হ'য়ে নিই
সিংহ ও বাইসনের চর্মমঞ্জুষার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে
সমস্ত চাতুর্য ও খড়ের অস্ত্র
আর দীর্ঘ প্রান্তরে এই অবেলায় দাঁড়িয়ে অট্টহাস্য করছে বন্দুকটি
জানি না কার জন্য বেজে উঠলো মৃত্যুর ঘণ্টা
তীব্র চক্ষুকোটরের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে বন্দুকের গুলি
অজস্র এবং শব্দহীন

গৃহত্যাগিনী

দূরের পিপাসা ছিলো, কিংবা কোনো প্ররোচনা ছাড়াই বধূটি
বাড়ির কঙ্কাল নিয়ে হেঁটে গেলো চুপিসাড়ে অন্ধকার গলিটির নিচে ;
স্বামী ও শিশুটি খুব অবিকল দুইজন শিশুর মতন

মগ্ন হ'য়ে ছিলো ঘুমে। নিমীলিত অসন্দিগ্ধ চোখের ঝিনুকে
দুগ্ধস্ফীত স্তন যেই নেমেছিলো আকাঙ্ক্ষায়, অমনি বাড়ির
পলেস্তারা খ'সে যায় করুণ মাংসের মতো, আর বহু নিচে

বৈশাখের কৃষ্ণচূড়া অন্ধকারে জ্ব'লে ওঠে। ঘৃণার দাহনে
সহসা সে নারীটির স্বামী ঘুম ভেঙে জেগে দ্যাখে শিশুটির
বিছানাটি ভেসে যায় বিমর্ষ পেচ্ছাপে খুব লাবণ্যকাতর—

মাথার উপরে ঝরে নীল তারা, নীহারিকা, দূরের লুব্ধক।

রামেশ্বরমে ঈশ্বরচিন্তা

এইখান দিয়ে রাম সাগর পেরিয়েছিলেন
দূরে এক জায়গায় সমুদ্র একটু বেশি কালো দেখাচ্ছে
কে যেন বলেছিলো রাবণরাজার দেশ

তুমি বাইশ কুয়োর জলে স্নান ক'রে যে পুণ্য অর্জন করেছো
অক্লেশে তা ধুয়ে ফেললে সমুদ্রের ধারালো লবণে
আর আমি অনেক আগেই
ঈশ্বরের নগ্ন দেহ যজ্ঞের সমিধে এনে স্থাপন করেছি ব'লে
আমার ভয় ঘৃণা ও পাপবোধ নিয়ে ফাটকা খেলছে
                    মানুষ নামের হাজার হাজার ঈশ্বরহীন

"পরিত্রাণ চেয়ে ঈশ্বরকে বারবার জন্মযন্ত্রণা দিয়েছে মানুষ
আর মানুষের লোভ ক্রোধ ও হিংসায়
                    ঈশ্বর বারবার পেয়েছেন মৃত্যুর অন্ধকার স্বাদ
বুদ্ধ ও যীশুর সন্তানেরা পরস্পরের রক্তপান করেছে
আর আমরা ভারতীয়রা যাদের প্রত্যেক দুজনের জন্য
                    গড়ে একটি দেবতাবাপ বা দেবতা-মা আছে
একে অপরের গায়ের গন্ধে চমকে উঠে গৃহযুদ্ধ শুরু করেছি
এইসব দুর্লভ ইউজেনিক্স্‌'নিয়ে রিসার্চ করলে বরং
হরগোবিন্দ খোরানার মতন ঈশ্বরও পেতে পারতেন নোবেল পুরস্কার

আমার নাস্তিকতা নিয়ে মতান্তর শুরু হবার আগেই
আমি সাংসারিক জীবনের সঙ্গে ছদ্ম-আপোষ করি
তুমি তাতে আন্তরিক খুশি হ'য়ে ওঠো
আর ক্ষীণদৃষ্টি কুষ্ঠভিখারিটি তোমার শরীরের কাছে
                    দু-খানা ইডলি চাইতেই

রামনাথপুরমের বালি চতুর্দিকে হেসে ওঠে, শাদা, ধু-ধু—

প্রজন্ম

তোমাকেই মান্য করি হে সরমা, তাম্রনিশীথের
কামক্রোধ এসে যেন পুড়িয়েছে জন্মপত্র, ঋণ
আঠালো অসুখে ক্রমে বেড়ে ওঠে এবং জড়িয়ে
গিয়েছে ও শব্দগুলি দেহময়, গুল্মে ও পাষাণে
কত যে সংগ্রাম হয়, রক্তারক্তি হয়, ভালোবাসা
আঁশগন্ধ নিয়ে হেঁটে চ'লে যায় তোমার নিভৃত
লালনে এবং জল ঝ'রে পড়ে হংসের ডানায়

তা-হ'লে এবার দুটি শব্দ দিয়ে ঢেকে দুই চোখ
যদি বলি—ত্যাগ ক'রে সন্তানগুলিকে যাও দূর
অগাধ জলের নিচে মৎস্যগন্ধা গুল্মে শ্যাওলায়—
তুমি ঠোঁট টিপে হাসো, কিন্তু এক বিমর্ষ ব্যায়ামে
শব্দের পাহাড়ে ক্রমে ভ'রে ওঠে বিছানা উঠান
কামক্রোধ কিছু নেই, শুধু এক স্থবির নির্মাণে
টবে রাখি বংশলতা, লোকে আমাদের সুখী ভাবে।

আমার ছোটোভাইদের জন্য

আমার দূষিত রক্ত যেন ছিটকে ওদের গায়ে না লাগে ঈশ্বর
তাই আমি ছুরি বুকে চুপি-চুপি পালিয়ে এসেছি

বন্য উদ্ভিদের মতো বেড়ে উঠছে ওরা
আমি ওদের মনে কমিয়ে দিতে চাই না অস্তিত্বের পতঙ্গ, সন্তাপ

পরাজয় যার চোখের ভাষা তার জিজ্ঞাসার শেষে দাঁড়িয়ে থাকে না
কোনো নতুন দেশের মানচিত্র অথবা কোনো পলাশছেঁড়ার উৎসব

আমার ক্রোধ আমার উত্তাস আমি ওদের দিয়ে যাবো
আমার ক্ষমা শুধু নিজের জন্যই

দিয়ে যাবো আমার প্রৌঢ় পিতামাতার দুঃখভার, যাতে ওদের
আকাশচারিতা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়

আমার আপাতনিষ্ঠুরতার আড়াল ভেঙে কোনোদিন কি আমাকে
ওরা বুঝতে পারবে ?

পাপ

ভাঙা রাজবাড়ি আকাশের গায়ে লাগা
ভোর্ষার বাঁধ জলে নেমে গেছে নিচু
অবচেতনায় শান্তা-দি ঢেউ-জাগা
শরীরে এনেছে স্ফীত প্রলোভন কিছু

নিক্রিয় তার উপহার প'ড়ে আছে
ওইখানে বুঝি ফুটেছে হলুদ ফুল
কোমল নিখাদে ফণীমনসার গাছে
শান্তা-দি কেন করলো অমন ভুল

কিংবা হয় তো ভুল করে নি সে নারী
কিশোর ছেলের বিহ্বল চোখ দুটি
সূর্যাস্তের আলোয় দিয়েছে পাড়ি
করুণ-রঙিন কামনা মোরগঝুঁটি

আজ সেই ছেলে কোথায় কেমন আছে
শান্তা-দি তোর মুখতিমিরের স্মৃতি
চিরকাল তাকে ঠেলেছে বিষের আঁচে
পাপ-বিনিময়ে এই ছিলো রীতিনীতি ?

পূজার আগে তিমিরেই

কেন যে পূজার আগেই তিমিরে ভুলে
গিয়েছিলো ভেসে কালের সলিলে জবা!
ক্ষয় কি ব্যাপক হড়ায় শরীরমূলে
ব্যবহারহীন, ব্যথিত, অনার্তবা?

অন্ননালীতে কাঁকড়া বেঁধেছে বাসা
সাপের চেয়েও কাঁকড়া ক্রুরতাময়;
ঘরণী এখনো ঘর রাখবার আশা!
আয়তনহীন ঘরেও তিমির, ক্ষয়—

বিশ্বাস রাখো মূর্তিতে পুরোহিতে,
অঞ্চল থেকে যদি খ'সে গেছে চাবি!
কে ওই দেবতা ফেরে আতিথ্য নিতে
বিধবা যুবতী, দেবতার ঘরে যাবি!

মানুষের প্রেমে উদ্বেগ বিভীষিকা
নিরালম্বের আশ্বাস মানুষীর;
কেন তবে গড়ো অলীক পুত্তলিকা—
শূন্য গগন, কুঠারের নিচে শির!

স্খলিত মুখ

১

ব্যক্তিগত স্বর্গ থেকে একদিন নেমে আসতে হয়
কামনাকোমল শিখা মোমের ঈশ্বরী তুমি ছিলে বহুদিন
পার্থিব সফলতা হৃদয়ের কাছ থেকে অতঃপর দূরে নিয়ে গেছে
প্রতিদিবসের সূর্য বায়ু জল এবং যন্ত্রণা
যতই সুন্দর ক'রে সাজাতে চেয়েছি বাড়িঘর
ততই তা আয়তনহীন এক দুর্গ হ'য়ে ওঠে
শাণিত যে খড়্গের নিচে বারবার এই ন্যুব্জ মুণ্ড লুটিয়ে পড়েছে
তার নাম আত্মগ্লানি, তার লক্ষ্য বিস্ফোরণহীন
আস্ফালিত শরীরাংশ, বিকৃত, বিচ্ছিন্ন—যার ক্ষয় অব্যাহত

২

কাচঘরে ছিন্নমূল বৃক্ষ, তাকে কত দীর্ঘ দিন ভেবে গেছি
অত্যন্ত কঠোর হাতে সময়ের মৃত্তিকায় দৃঢ় পুঁতে দেবো
পরিপার্শ্ব থেকে দেবো বাঁচবার জল
কিংবা যদি গঙ্গা দিয়ে জলের বদলে শুধু রক্ত ব'য়ে যায়
তবে তা-ও দেওয়া যেতে পারে
প্রকৃত প্রস্তাবে মৃত্যু আমি বড়ো ভয় পাই, এমন কী মাছ হ'য়ে
ভেসে যেতে চাই
মাছেদের হলুদ সংসারে
উজ্জ্বল অর্কিডে তবু মৃত্যুই মেলেছে রূপ কাচঘরে, সমস্ত জীবন
পাখিশিকারের ছলে ক'রে গেছি গহ্বরমৃগয়া

৩

কবিতা জীবন নয়, শিশুক্রীড়নকও নয়, জীবনের স্থির প্রতিভাস
দোলানো লণ্ঠনে তবে শব্দ ভেঙে চিত্র ছিঁড়ে কতখানি আলোকিত হবে
মানুষ ও মানুষের মধ্যে যত ব্যবধান কতটুকু তার
শ্রেণীচিহ্নে অভিহিত হ'য়ে পুড়ে যাবে শ্রেণীযজ্ঞের আগুনে

আগামী দিনের কোনো রণপ্রস্তুতিকে আমি আর
তীর্থযাত্রার সঙ্গে তুলনা করবো না কোনোদিন
হিংসার ছুরিতে
মানবতন্ত্রের কোনো আলগা প্রলেপেরও আর প্রয়োজন নেই
সূর্যোদয়ের রঙে স্বপ্ন লাল করে যারা, ক্লিষ্ট ডান হাত
আকাশের দিকে তুলে মনকে প্রবোধ দেয়, সেই সব প্রেত
অগ্নিকুণ্ড ঘিরে শুধু শেষ নাচগান করে, কোনোদিন প্রভাত দেখে না

৪

এই সব ভেবে গেছি পূর্বপরহীন আর কার্যত শরীরে
লেপটে আছে ঢোঁড়াসাপ সন্তানকামনা রূপা পোড়া-নাভি ছাই
আমার কবিতা থেকে অনির্দেশ্য সর্বনাম 'তুমি' শব্দটিকে
কতদিন ভেবে গেছি রহস্য ও কুয়াশার পরপারে নির্বাসন দেবো
অথচ এ মধ্যবিত্ত প্রতীকপ্রিয়তা
অঘ্রাণের ঝরা পাতা দিয়ে ঢাকে অহংকার, এমন কী রূপসীর শব
চন্দনে ও তিলপর্ণে গন্ধহীন রাখে
সুন্দরের পূজা এই প্রাচীন অনন্ত প্রাণে রিরংসার শূকরের মতো
এক দশক ব্যাপী নিষ্ফলতা

৫

সুন্দর মঙ্গলময়, সুন্দর সত্যের অন্য নাম
কোথায় সে সুন্দর ?
রক্তে নয় পরিশ্রমে নয়, রুগ্‌ণ কৃষকের হলাগ্রে বিদীর্ণ মৃত্তিকায়
অন্নাঙ্কুর বেড়ে উঠে রক্ত উদ্‌গিরণ করে, তার মধ্যে সুন্দরতা নেই
মেশিনলাবণ্যে যার শ্রমিকের পরমায়ু, তার মধ্যে সুন্দরতা নেই
পবিত্র ঘৃণার অগ্নি পুঞ্জীভূত হ'য়ে আছে শতাব্দীর অনচ্ছ তিমিরে
তার মধ্যে সুন্দরতা নেই
গ্রামে ও নগরে জ্বলে ক্ষুধার যৌবন, পথে পথে
মুক্তিবাহিনীর পদযাত্রায় খ'সে যায় গলিত এ সভ্যতার শেষ চিহ্নটুকু
এর মধ্যে সুন্দরের স্থান কেন হবে

৬

সময়শনাক্ত নয় শিল্পের অঙ্গীকার, নিমেষে কাঠামো
নির্দিষ্ট বিষয় থেকে বহু দূরে গ'ড়ে তোলে ক্লান্ত অবরোধ
শাশ্বত জীবন নয়, উদ্ভাসন নয়, ওই বিচ্যুত সংস্রব
যোষিৎপ্রত্যঙ্গ নিয়ে ভলিবল খেলে যায় অক্লান্ত উৎসাহে
কুৎসিত এ নগরীর সৌন্দর্যরক্ষার ভার দেওয়া আছে ওই
শিল্পী ও কবিদের স্কন্ধে এক নীরন্ধ্র গণ্ডার
শীৎকারের শব্দ আজ কবিতায় যত ওঠে সঙ্গমনিরতা
নারীর গলায়ও ঠিক ততটা ফোটে না
জোর ক'রে শব্দ আর বাক্যবন্ধদের সমকামে লিপ্ত ক'রে
ভয়ের মুখোশ কিনে আনে সব ভদ্রজন বিবেকদংশনে
এই সব হট্টগোল—নশ্বর অমরতা—জীবনের তাৎক্ষণিক রূপ
পণ্যলীন শরীরের শেষ তুলাদণ্ডে যেন স্ফীত করে রৌপ্যের উৎসবে

৭

আমিও গিয়েছি ভেসে কলরোলে, মানুষের ভালোবাসা অন্ধ এ কঙ্কালে
মাটির প্রলেপ দেবে এই ভেবে খণ্ড অবয়ব
বিভ্রমের মতো দুই করপুটে ব'য়ে নিয়ে চ'লে গেছি অনঙ্গ তিমিরে
কাঙ্ক্ষিত তিমিরশেষে ভয় আছে, ক্লান্তি আছে, বিবমিষা আছে
তিমিরবিলাসী রাত একদিন শেষ হ'য়ে যাবে
একদিন শেষ হবে শোণিতগভীর যুদ্ধকাল
অর্জন কিছুই নেই, কী দেবে আমাকে তুমি বিনিময় সভ্যতা
যা কিছু করার কথা ছিলো তার কিছুই করি নি—
বল্লম ভুলেও হাতে করি নি প্রকৃত লক্ষ্যভেদ
অভ্যাসবশত শুধু মেরেছি রঙিন পাখি, সেই গাঢ় পাপে
আমার স্খলিত মুখে বিদ্রূপে প্রোথিত হবে ছিন্ন ধ্বজা, অনধিকারের
সমস্ত হীনতা এতদিন পরে অগ্নে ঢালবে ঘৃণা, রক্ত, বিষ।

পুরূরব

১

যূপকাষ্ঠের নিচে দাঁড়িয়ে পড়েছে মনে জন্মান্তর, মনপবনের
উধাও মাস্তুল বুঝি ভেসে যায় অন্ধকারে, আর্যাবর্তের
দশ হাজার বৎসর অতিক্রম ক'রে যাই কালদর্শী এক পক্ষপাতে
বিস্মৃতির হিমকুণ্ডে ডুবে গেছে নাম
ক্ষমা তো কোথাও নেই, পরিত্রাণ নেই, নেই পুনরুজ্জীবনের দুরাশা
সংক্ষুব্ধ তর্জনী ওঠে প্রজন্মের—মৃত্যু হোক পরাজয় হোক অপহ্নবে
প্রকীর্ণ সমাজে এই ধর্মের বল্কলগ্রস্ত দেহপারবশ্যের প্রয়োজন নেই
আর এই পুরোহিততন্ত্রও মৃত্যুর মঙ্গলগান গায়
ফসলবিনাশী জরা ক্রমে কামড়ে ধরে উরু, নিয়মের মদগর্বী হ্রেষা
প্রজার কল্যাণ আর দেবতার সন্তোষবিধান
এখন আমার হাতে নেই, তাই উত্তরসাধক
ক্লান্ত এ শরীর থেকে প্রাণরস সজীবতা শুষে নিয়ে উদ্ভিন্ন হয়েছে
বসুন্ধরা সেজে আছে সে ওই শিশুর মাতা আলোড়িত নবীন হিল্লোলে
অপ্রয়োজনীয় এই মরদেহ ছেড়ে তাই উড়ে যেতে হবে স্বর্গলোকে

২

মৃগয়ার যুগ আমরা পেরিয়ে এসেছি কবে, তবু কিছু স্মৃতি
কিছু হত্যার স্মৃতি থেকে যায় দুর্মর সংস্কারে
দস্যুর গোসম্পদ লুণ্ঠিত হয়েছে কত ইন্দ্রের দারুণ কুলিশে
দুধের প্লাবনে তবু নেভে নি যজ্ঞের নীল শিখা
আর ইতিমধ্যে দূর দক্ষিণের কৃষ্ণাসুরসঙ্কুল প্রদেশ
শস্যের সম্ভারে ক্রমে মোহাবিষ্ট করেছিল ইন্দ্রের স্থগিত জিগীষা
মেদিনীকর্ষণশিল্প সম্ভোগের মাংসল রমণী
কিছুই বোঝে না খরা অতিবৃষ্টি মহামারী পঙ্গপাল ঝড়
আকাশের অনিশ্চিত করুণাকে মেনে নিয়ে রজস্বলা হবে সে যে
প্রত্যেক আষাঢ়ে
শুধু জাদুবিদ্যায় দেবতাকে নত করবে মূর্খ মেয়েমানুষের দল

প্রাকৃত প্রভাবে বুঝি গর্ভাধান পুষ্টি দেবে উদ্ভিদদেহকে
তাই এই যজ্ঞ ও সজন
তাই এই সজন ও মরণ
তাই এই মৃত্যু ও বিস্মৃতি

৩

উর্বশী, তোমার ঋতুচক্রে আমি বনপুষ্প, ব্যবহার্য, তাজা প্রয়োজনে
চন্দ্রমাপ্রেরিত তোর যৌনতা যা শস্যে ফলে নিত্যবিস্ফারিত
আমাকে দেবতা গড়ো, এই জনপদ আমি শস্যে ভ'রে দেবো
মেঘ ডাকবে, স্বাদু জল ব'য়ে আনবে পার্বত্য ঝর্ণারা
এ আমার উদ্‌ভাসন, উর্বর প্রকল্পে জাগে গৌরবের মুহূর্তহীনতা
সবাইকে খুশি ক'রে যূপকাষ্ঠে তারপর মাথা পাততে হবে
আইসিসের দেহতলে মিশরের ওসিরিস যেরকম অর্পণ করেছে
প্রথমে উত্তুঙ্গ শিশ্ন, তার পরে কাটা মুণ্ড, জীবনের শেষ যান্ত্রিকতা

৪

তা-হ'লে হে পুরোহিতকুল
উর্বশীর দেহটিকে শূন্যে তুলে ধরো
যেরকম ভার ব'য়ে নিয়ে যায় মানুষেরা পাহাড়ের দিকে
মধ্যশরীরাংশ তার স্ফীত হোক এবং সুগম
আর আমাকেও শূন্যে তুলে ধরো
যেরকম ভার ব'য়ে নিয়ে যায় মানুষেরা পাহাড়ের দিকে
যেরকম কৃষকেরা বাতাসে শুকিয়ে নিয়ে বীজধান ত্বরান্বিত করে রোপণের
সামাজিক অনুষ্ঠানটুকু

উপস্থবেদীর থেকে মৃতত্বণ সরিয়েছি, অস্তিত্বপ্রস্তরের সুমসৃণ পথ
আমাকে নিয়েছে টেনে লেলিহান যজ্ঞের আগুনে
আর সেই মুহূর্তেই মাঠে-মাঠে আনন্দের সম্মিলিত উদ্বেল চীৎকার
তুষ্ট ইন্দ্র আকাশকে দীর্ণ করেছেন

বীজধান নিয়ে চাষা ত্বরান্বিত মাঠে গেছে, ফলের বাগানে
নবীন সূর্যের দিকে উড্ডীন হয়েছে কিশলয়

৫

প্রজাদের মধ্যে আমি বণ্টন করেছি ভূমি সুষম সংস্কারে
আদি মৃৎপিণ্ডটিকে বিচূর্ণ করেছি পূত খনিত্রের প্রথম আঘাতে
আমার পবিত্র কাস্তে কেটেছে শস্যের আদি শীষ
পৌষালি উৎসবে তাই দোলায়িত ধ্বধ্বজ আকাশের দিকে উঠে যায়
হে ঘোরা মহিষী তোর কিছু কি করুণা নেই মুমূর্ষু এ দেবতার প্রতি
আমার গলিত শব নেকড়েরা ছিঁড়বে না জানি
কিন্তু আমার পুত্র জনকের মুখ দেখবে না
সুশীতল প্রস্তরের ছায়া কাঁপে রাক্ষসমুখোশে
অত্যন্ত সহজভাবে বলো—মৃত্যুবক্ষুর ফেরার কোনোই পথ নেই
আমার পুত্রের হাতে দেবতারা যজ্ঞ পাবে আর স্বর্গে
শান্তি পাবো আমি

কী আর ক্ষমতা ওই অশ্বথকাঠের অরণির
প্রজাদের স্বার্থে মৃত্যুলীন এক নৃপতির গল্প বলবে প্রজন্মান্তরে !

সমুদ্র-বাংলোর আত্মহত্যা

তার বন্ধুরা সবাই তাকে ভেবেছিলো উন্মাদ
রুপো-গলা জ্যোৎস্নায় সে বন্দুক উঁচিয়ে ধরেছিলো
একটি পুষ্পিত কৃষ্ণচূড়ার দিকে
বন্দুকের ঘোড়ায় থিরথির ক'রে আক্রোশে কাঁপছিলো তার আঙুল
চকিতে তার বন্ধুরা তাদের মোমের পুতুলগুলি লুকিয়ে ফেলেছিলো
পকেটের ভিতরে
তারপর যে যার ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে চ'লে গিয়েছিলো শয্যায়
শুধু পোড়া সিগারেটের চোখ ঠিকরে পড়ছিলো খালি মদের বোতলে

অযুত জোনাকির শব অসংখ্য ছিদ্রের মতো জ্বলছিলো তার মুখে
সেই অন্ধকারে সে কি দেখেছিলো তার বিবর্ণ মুখ ?
হলাৎ শব্দে সারারাত তার পায়ের কাছে ভেঙে পড়েছিলো ঢেউ
চোখের অ্যাম্পুল ভেঙে গড়িয়ে এসেছিলো রক্ত

পরদিন সকালে তার বন্ধুরা ঝিনুক কুড়োতে এসে
থমকে দাঁড়িয়েছিলো
সমুদ্রের জলে তার অর্ধেক দেহ শায়িত, তার মৃত উরুর উপরে
হেঁটে উঠছে একটি লাল সমুদ্র-কাঁকড়া
দূরে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে
নির্লজ্জ বেশ্যার মতো কৃষ্ণচূড়া গাছটি তখন ভোরের আলোয়
হাই তুলছে।

প্রিয়জনের জন্য কয়েক লাইন

আরো একবার কারাগারের গরাদ ভেঙে
টেনে হিঁচড়ে বাইরে এনেছি আমার অর্ধশরীর
অমনি ল্যাবোরেটরির জীবাণুবিদ্ধ রাসাস বাঁদরের মতো
চীৎকার ক'রে উঠেছে আমার হৃদয়
আত্মনির্বাসন, হে আমার হৃদয়ক্ষতের উদ্বায়ী উপশম
মাংসের মূর্ছনা এবং রূপালি সাফল্য থেকে আরো দূর দিগন্তে
কখনো কি গলিত মাটির থেকে শিথিল করতে পেরেছো আমার পা ?

আমার মাথার উপরে তুমি উড়িয়েছিলে এক ঝাঁক পরিযায়ী হাঁস
হলুদ পাতা এবং মাছের আঁশে ঢাকা আমার মৃত হৃদয়কে
তুমি জাগাতে চেয়েছিলে
অন্ধ শিশুদের আঁকা ছবিতে রঙের ব্যবহারের মতো
জাগাতে চেয়েছিলে আমার চেতনা
আমি জাগতে চাই নি
বাড়ি ফিরতে রাত হ'য়ে গেছে রোজ
একরাশ চন্দ্রমল্লিকার মধ্যে ব'সে তোমার অজাত শিশুর জন্য
উল বুনতে-বুনতে
তুমি উৎকর্ণ হ'য়ে অপেক্ষা করেছো আমার পদশব্দের
তবু তোমাকেও কখনো দেখাই নি আমার জন্মদাগ
পিঠভর্তি অসিত জড়ুলে
লুকিয়ে রেখেছি কৃতকর্মের গ্লানি এবং অকৃতকার্যতার অপরাধ

এখানকার কারাগারে প্রিয়জনের হাতের গোলাপ পৌঁছয় না
তবে তুমি পাঠিও কাঁটার মুকুট
গৌরবহীন প্রায়শ্চিত্তের সময়সরণী বেয়ে নেমে-আসা একটি অশ্রুর জন্য
আজ আর দুর্বল হ'তে বলবো না তোমাকে
নিসর্গের শ্যামল গিটারে বসন্তের রক্তিম প্রস্তুতি বাজছে
আর আমি চেয়েছিলাম বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ
গোলার্ধ তিমির থেকে যেদিন পূর্ণ শরীর নিয়ে ফিরবো
সেদিন এই দু'য়ের মাঝখানে কম্পমান আমার অনিশ্চিত ছায়াকে
অতিক্রম ক'রে যাবো অবহেলায়।

পতঙ্গ

প্রক্ষেপ করেছি দূরে ঝরাপা। তাদের দেশে দিনগুলি অভিলাষময়
পতঙ্গের পরিসর শেষ হয় না কিছুতেই, আত্মগত বৃত্তের বিভ্রম
পুষ্পাক্ষিতে ঠিকরে পড়ে. আকর্ষের স্পর্শে আরো শিউরে-ওঠা
সংস্কার-সাধনা
নিরুত্তাপ শান্তি চায়, নিশিতনখর শ্যেন ওড়ে শ্বেত পায়রার ধরনে
ছোটো হ'য়ে আসে ক্রমে শাদা লূতাতন্তুময় পতঙ্গের নীরক্ত পৃথিবী

রক্তপাত করো তবে অলৌকিক তরবারি, জাগাও, দোলাও ওর
দ্বিতীয় ভুবন।

বিবাহবার্ষিকী

অনেক ছিলো মেঘছায়ার শ্যামল প্রতিশ্রুতি
শয্যা ছিলো চন্দ্রময় ময়ূরপেখমের
সহজ সুজনতার আমি ঘটাই নি বিচ্যুতি
দ্রুতগামী ঘোড়ার পিঠে পাও নি কিছুই টের ?

জ্বলন্ত এক চিতাবাঘের নিপুণ আক্রমণে
লাবণ্যময় জাগলো শরীর, ঝর্ণা, আপেলগাছ
আটকে গেলো ওষ্ঠ-অধর মৌমাছিদংশনে
তুখোড় কাকাতুয়াগুলি অনাত্মর আজ

অসময়েই এনে দিলাম রুগ্‌ণ শিশুর ভিড
কলস উপুড় ক'রে ঢালো সুধারসের স্বাদ
একটুখানি গোপন রেখো, আমি কৃষ্ণের জীব
আসছে বছর গোয়ায় যাবো অনেক দিনের সাধ

কোথায় নিষি দিনাতিপাত, কড়িখেলার গ্লানি
দেখবে ব'লে রঙ্গভরে শিশুরা ওই এলো
যাত্রাপথের তপ্ত ধুলোয় দগ্ধ চরণখানি
আত্মঘৃণায় কাঁদছে ঘাতক যার নাম ওথেলো।

পাহাড়বিলাস

বাড়ি আমার ভাঙনধরা কলকাতা শহরে
ঠিক করেছি আর যাবো না কাঞ্চন পাহাড়ে

কমলালেবুর মাংস পুড়ছে
চায়ের গাছের শরীর জ্বলছে
খাদের ভিতর গড়িয়ে নামছে মানুষ-ভর্তি বাস
বশংবদের কানের কাছে বুলেটের নিশ্বাস

অনেক দূরের ওই আগুনে আঁচ লাগে না হাড়ে
ঠিক করেছি আর যাবো না কাঞ্চন পাহাড়ে

একবার দেশহীন হয়েছি
সিঁদুর মেঘের রূপ দেখেছি
প্রতিবাদীর প্রতিবিপ্লব আর লাগে না ভালো
মুখের মধ্যে প্রতিভাময় জিভখানা চমকালো

কলকাতা তো ভাগ হবে না আমায় কে আর মারে
ঠিক করেছি আর যাবো না কাঞ্চন পাহাড়ে

বেঁচে থাকুক কলকাতা আর
বারান্দাতে কেঠো চেয়ার
হাততালি দেয় সঙ্গীরা খায় ঘাসবিচালির আঁটি
ভাগ্যে যাদের আছে তাদের সরবে পায়ের মাটি

তাই ব'লে কি ন্যুব্জ হবো অমোঘ দুঃখভারে
ঠিক করেছি আর যাবো না কাঞ্চন পাহাড়ে।

আমার মেয়েদের জন্য

আমার পুতুলখেলার দিনগুলি তোদের মনে থাকার কথা নয়
শূন্যগগনে লাগিয়েছিলাম যে গোলাপ আর রঙ্গন
মনে থাকার কথা নয় তাদের প্রতি আমার জলসেচনের দুর্বলতা

কৈবর্তার স্নিগ্ধ লাবণ্য বা পৌরুষের রূঢ়কোমল মমতার কথা
এই দেশে কেউ কখনো শোনে নি
আবহমান অন্ধকারে পুরুষেরা গোপনে লালন করেছে
বংশরক্ষার গৌরব ও বিনোদনের ক্লান্তি
মেয়েরা পরম্পরায় লালন করেছে গণধর্ষণের ভয় ও
ভাতকাপড়ের অপমান

এ কেমন দেশে জন্মালি তোরা
এ দেশে দেবী জন্মায় সতী জন্মায় জন্মায় বেশ্যা ও ক্রীতদাসী
মানবী ছাড়া অন্য পরিচয় নেই যাদের তারা বিশেষ জন্মায় না

ভাবতে-ভাবতেই পাকস্থলী ফুঁড়ে উঠেছে আমার উদ্ভিদসচেতনতা
রাক্ষসে জঙ্গলের শ্যাম দস্যুতা থেকে তোদের বাঁচাবো ব'লে
সংগ্রহ করেছি সুদৃশ্য টব আর প্রথাপ্রস্তুত মাটি
স্থায়ী শিকড়প্রসারের সংস্থান রাখি নি, কারণ জানি
আমূল তোদের উপড়ে নেবে অচেনা অন্ধকার অজানা ভয়

এ কেমন দেশে জন্মালি তোরা !

উদ্বাস্তু

জন্মদাত্রী জননী ছাড়া আর কাউকে মা ভাবি নি, সৎমা-ও না।

মোহাম্মিবাবুর গ্যারেজে বিকল ট্রাকের নিচে চিৎ হ'য়ে শুয়ে
তেলকালিমাখা কলকব্জা নাড়তে-চাড়তে এইসব কূটকচালি মাতৃতত্ত্ব
মনেও আসে না। তবু কোনো কোনো রাত্তিরে হোগলাপাতার
চালাঘরে শুয়ে ঘুমের জন্য সাধ্য-সাধনা করতে-করতে মনে হয়
এই অনন্ত ভূমণ্ডল হ্রদ জঙ্গল নদী ও পাহাড় যদি রমণীর অবয়ব পেতো
তবে তার বিপুল জরায়ু কি অস্বীকার করতো আমাকে!

আমার বাবা এ-সব কথা বোঝে না। চিল্কার নীল জল থেকে
হাতে-বোনা জালে যখন উঠে আসে জলপাইরঙা কাছিম আর সোনালি ট্রাউট
তখনো তার দূর-উদাসী চোখ এক উত্তাল করাল নদীর বিভঙ্গে
রুপালি ইলিশের স্বপ্ন দ্যাখে। দেশ বললেই বাবার বুকে গুমরে ওঠে
মা-মরার দুঃখ আর চল্লিশ বছরের দেশহীনতার মূক অভিমান,
কানে এসে আছড়ে পড়ে নদীর পারে নৌকোর পাটাতনে পাক-খাওয়া
আজানের সুর।

ব্যাণ্ডেল থেকে বাবা আর ফিরতে চায় না চিল্কায়। ডানা-ঝাপটানো মাছ,
পেলিকানদের ওড়াউড়ি, সোনাজঙ্ঘা ফ্লেমিংগোদের আশ্চর্য চীৎকার
হ্রদের জলে আলোর আলপনায় সূর্যদেব ও পবনদেবের যুগলবন্দী
কোনো কিছুই বাবার চোখে বেঁচে-থাকার মোহাঞ্জন বোলাতে পারে না।
বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ,
বাবাকে কি একটু মিথ্যে সান্ত্বনাও দিতে পারো না যে তুমি তার
সৎমা নও?

জনপদবধূ

কোমল হলুদ রঙের আগুন যাদের বুকের পাঁজরে জ্বলে
তুমি তাদের সকলেরই সমবয়সিনী
জনপদবধূ কথাটা খুব সেকেলে আর বেমানান, তাই
অরণ্যস্তুতির ছলে সপ্রতিভ যুবকেরা তোমাকে নিয়ে যেতে চায়
গিরিডি বা ঘাটশীলার বাগানবাড়িতে

না ছিলো লুণ্ঠনের অবকাশ
না ছিলো বিজয়ের উৎসব
শয়নঘরের আলো একে একে নিভিয়েছে হাজার বল্লভ
দ্রৌপদীর চেয়েও আরো অশেষ তোমার অন্নভাণ্ড
আরো অনন্ত তোমার জরায়ুর উৎসার

নবাগতের মতো সলজ্জ পদক্ষেপ আমার নয়
আমার শুধু পুরনো পরিচয়ের কুণ্ঠা
আমি প্রথম কৌন্তেয়র মতো নত শিরে দাঁড়িয়ে আছি
আমার বুকের পাঁজরে একটু আগুন জ্বালাও।

সরস্বতীর নৌকা

জলপ্রপাতের নিচে ভাসিয়ে দিলাম সরস্বতীর নৌকা
চিবুকের ডোলে চন্দ্রমল্লিকার লাবণ্য

প্রিয় পুরুষের মৃতদেহ ছেড়ে অনায়াসে ভেসে উঠতে চাও
প্রসূতিসদনে
বাঘিনীর মতো অবলীলায় খেয়ে নিতে পারো
কাঠুরিয়া কিশোরের অপাপবিদ্ধ পৌরুষ

তবে কেন দশ নখে চিরে ফেলছো না তোমার প্রসাধন
ভেঙে ফ্যালো কমলবীণা
এক লাথিতে গুঁড়ো ক'রে দাও প্রবাদপ্রতিম হাঁস
ওই দ্যাখো তোমার কাঙ্ক্ষিত নপুংসকেরা ঘিরে ধরেছে
তোমার নৌকা
গোগ্রাসে গিলতে চাইছে তোমার সমুদয় আপেল
ও বিশল্যকরণী।

ডাইনি মা

হাঁ ক'রে তাকিয়ে আছি, দু-চোখে খরা
বুকের ভিতরে জেগে উঠছে ফুটিফাটা মাঠ

নিমফুলের গন্ধ শুষছে চৈত্রনিদাঘ
গাধার পিঠে গ্রাম পরিক্রমা করছিস কে তুই
আগুনবসনা এলোকেশী
আমি তোকে দেখতে পাই না, ওরা শুধু দ্যাখে আমার
লকলকে জিভ, নখের নিভৃত নীলে রক্তের দাগ আর
শিশুদের ক্ষীয়মান আয়ু

আমি বড়ো অভাগা মা রে খোকা
দুধের ঋণের বিনিময়ে একটুখানি দয়া চাই তোর
অপযশের কুঠার নামাস না আমার গলায়, বরং
জ্বালিয়ে দে জতুগৃহ
লোকে বলবে দুর্ঘটনা, পুলিশও ধরবে না তোকে।

গ্রীষ্মে একটি মেয়ে

প্রতিবেশিনীদের কথায় তুই কেন
কান দিতে গেলি বোন
বিদ্যুৎহীন সকালবেলায় যেই জলকষ্ট শুরু হ'য়ে যায়
ওরা এসে বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসে
তোর শরীর থেকে ভ'রে নিতে চায় আনন্দকলস

এই গ্রীষ্মের কৃষ্ণচূড়া ডাক দিয়েছে তোকে
হারিয়ে গিয়েছে শ্বাপদ-দংশনের স্মৃতি
ঘুলিয়ে উঠেছে ফুলবাজারে একলা প'ড়ে-থাকার আতঙ্ক
তুই তো অরক্ষণীয়া, হলুদ-চন্দনের রূপটান ছিঁড়ে
বেরিয়ে পড়েছিলো অভিমান, ফাটা বয়স

সকলের অলক্ষ্যে রাস্তা পেরোতে গিয়ে
রৌদ্রে-গলা পিচে আটকে গেলো তোর পায়ের চটি
অমনি দিগন্ত কাঁপিয়ে এলো অসময়ের বৃষ্টি
—আমাকে ভুল বুঝিস না দাদা
আমি আর ধৈর্য রাখতে পারলাম না।

নিহত ছেলের চিঠি

হোলির দিনে আমার কথা তোর মনে পড়বে জানি
তুই উপুড় হ'য়ে কাঁদিস, অকালবর্ষণে ভেসে যায়
আলুথালু তোর শাদা কাপড়ের মতো দোলপূর্ণিমা
তোর বিবমিষায় দেশব্যাপী ভুতুড়ে শান্তির উত্থান

পিচকিরি দেখলে তোর বন্দুকের কথা মনে পড়ে
আবার দেখলে মনে পড়ে তাজা গরম রক্তের কথা

এক জীবনের সাফল্য নয়, তাই একবার বিদায় দে মা
আমি ঘুরে আসতে-আসতে স্মৃতি থেকে মুছে ফেলিস
বিফল সময়ের মরচে রঙ
বনে বনান্তরে বেদনায় আলোড়িত হচ্ছে
একলব্যের কাটা আঙুল
হাজার হাজার কাটা আঙুলের মহড়া চলছে
মেহগনিগাছের ছায়ায়
লক্ষ লক্ষ কাটা আঙুল এগিয়ে আসছে শহরের দিকে
বন্দুক দেখে ওদের মনে পড়ছে পিচকিরি তথা
অকালবসন্তের কথা।